إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

THE AHMADI

Fortnightly

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকৃত মুক্তিপ্রাপ্ত কে ?
সে-ই, যে বিশ্বাস করে যে,
আল্লাহ্ সত্য এবং মোহাম্মদ (সাঃ)
তাঁহার এবং তাঁহার সৃষ্ট জীবের মধ্যে
যোজক স্থানীয় এবং আকাশের নিম্নে
তাঁহার সমমর্যাদা বিশিষ্ট আর কোন
রসূল নাই এবং কুরআনের সমতুল্য
আর কোন গ্রন্থ নাই ।

-হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)

নব পর্যায়ে ৪৫শ বর্ষ ।। ২৪তম সংখ্যা

২৮শে যিলহজ্জ, ১৪১২ হিঃ ।। ১৬ই আষাঢ়, ১৩৯৯ বাংলা ।। ৩০শে জুন ১৯৯২ইং

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ ৭২.০০ টাকা ।। ভারত ২ পাউণ্ড ।। অন্যান্য দেশে ১৫ পাউণ্ড ।।

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী ২৪ তম সংখ্যা পৃঃ

তরজমাতুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত তফসীর সহ)
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন মজীদ থেকে ১

হাদীস শরীফ
অনুবাদ : মৌঃ মোহাম্মদ, সাবেক আমীর, আঃ মুঃ জাঃ বাঃ ৩

অমৃত বাণী ঃ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)
অনুবাদক : জনাব নাজির আহমদ ভূঁইয়া ৪

জুম্মু'আর খুৎবা
হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) ৮

গোসম্পদ-গোমাংস ও পশু কুরবানী
জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী ১৬

হাদীসুল মাহ্‌দী
আল্লামা জিল্লুর রহমান (রহঃ) ১৯

ইসলামে তালাকের সঠিক পদ্ধতি
আলহাজ্জ মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক, সদর মুরব্বী ২৩

কবিতা ঃ এবার ওঠো জেগে
জনাব কে, এম, মাহমুদুল হাসান ৩০

পাঠক পাঠিকাদের প্রতি আবেদন
জনাব এ, টি, চৌধুরী ৩১

সংবাদ ৩২

সম্পাদকীয় ৩৯

"আমি আপনাদেরকে এটুকুই বলতে চাই যে, কিশ্‌তি এ নূহ পুস্তকটি পাঠ করতে থাকুন। বস্তুতঃ বর্তমান যুগের নূহ হলেন সেই নূহ যাঁকে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর গোলামী সূত্রে এই যুগটিকে প্রদান করা হয়েছে। এ যুগের নূহের কিশ্‌তি হল সেই কিশ্‌তি যার উল্লেখ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর শিক্ষাবলীর মধ্যে বিদ্যমান। অতএব এই কিশ্‌তির মাঝে আরোহণের চেষ্টারত থাকুন এবং আল্লাহ্‌তা'লার সমীপে নিজেদের গাফলতিসমূহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকুন। আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, সেই দিকে যদি আমাদের কদম আগাতে থাকে, যদিও আমরা সে অবধি পৌঁছতে পারি বা না পারি তথাপি খোদাতা'লার মাগফেরাত আমাদেরকে তাঁর কাঁধে তুলে নিবে এবং স্বয়ং ঐ কিশ্‌তি পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিবে"।

হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায়ে ৪৫তম বর্ষ ২৪তম সংখ্যা

৩০শে জুন, ১৯৯২ইং : ৩০শে ইহসান, ১৩৭১ হিঃ শামসী : ১৬ই আষাঢ়, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ

কুরআন মজীদ

সূরা আল্‌ বাকারা—২

২২৯। এবং তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণ নিজেদের ব্যাপারে তিন ঋতুকাল (২৭৭) পর্যন্ত প্রতীক্ষা করিবে, আর যদি তাহারা আল্লাহ্‌ এবং পরকালের উপর ঈমান রাখে, তাহা হইলে তাহারা জানিয়া রাখুক যে, আল্লাহ্‌ তাহাদের গর্ভাশয়ে যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা গোপন করা তাহাদের জন্য বৈধ হইবে না, এবং তাহাদের স্বামীগণ ইহার (নির্ধারিত সময়ের) মধ্যে তাহাদিগকে (নিজেদের স্ত্রীত্বে) পুনরায় গ্রহণ করার সমধিক হকদার হইবে যদি তাহারা আপোস মীমাংসা (২৭৭) করিতে চাহে। এবং ন্যায়সংগতভাবে কতক অধিকার নারীদের জন্য (পুরুষদের উপর) আছে যেরূপে কতক অধিকার (পুরুষদের জন্য) নারীদের উপর আছে ; কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের (এক প্রকার) প্রাধান্য (২৭৯) আছে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

২৭৭। 'কুরূ' কুর্‌ বা কার' শব্দের বহুবচন, যাহার অর্থ একটি সময়-সীমা ; ঋতুস্রাব-কালীন সময়ের পূর্ববর্তী বা পরবর্তী সুস্থাবস্থা ; ঋতুস্রাবের অবসান ; ; ঋতুস্রাব ও সুস্থাবস্থার যুগ্ম সময় অর্থাৎ পূর্ণ এক মাস ; যে সময়ে সুস্থাবস্থা হইতে স্ত্রীলোকেরা ঋতুস্রাবের অবস্থায় প্রবেশ করে (মুহীত ও মুফরাদাত)। নবী করীম (সাঃ)-এর সাহাবীগণের মধ্যে হযরত আবুবকর ও হযরত উমর (রাঃ) এবং ইসলামী আইনবিদ ইমামগণের মধ্যে হযরত আবু হানিফা ও হযরত আহমদ বিন হাম্বল 'কুর' বলিতে ঋতুস্রাবের সময়টিকে বুঝিতেন। অন্যদিকে হযরত আয়েশা ও ইবনে উমর (রাঃ) এবং ইমাম মালিক ও ইমাম সাফিই ঋতু-স্রাব-কাল বাদ দিয়া সুস্থাবস্থার সময়টাকে 'কুর' মনে করিতেন। উভয়দিকে সম-ওজনের অভিমত থাকায়, মুসলমানের পক্ষে যে কোন অভিমত গ্রহণযোগ্য। তবে সব কিছু মিলাইয়া যুক্তি-তর্কগুলিকে একত্র করিয়া দেখিলে (সেগুলির উপস্থাপন নিষ্প্রয়োজন), এই উপসংহারে পৌঁছা যায় যে, প্রথমোক্ত অভিমতই অধিকতর যুক্তিগ্রাহ্য। তবে যদি কেহ নিরাপদ সীমানার

থাকিতে পসন্দ করেন, তাহার পক্ষে উভয় অভিমতকে সম্মান দিয়া 'কুর' এর অর্থ সম্পূর্ণ মাসই ধরা ভাল।

২৭৮। সকল আইন-সঙ্গত বিষয়ের মধ্যে, আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য হইল তালাক (দাউদ)। তাই ইহার চারিদিকে বেড়া দিয়া, বাধা দিয়া, সীমা দিয়া রাখা হইয়াছে। যেমন (ক) ঋতু মুক্ত হওয়ার পরে যদি স্বামী ঐ পরিক্ষৃত অবস্থার সময়ে স্ত্রীগমন করিয়া না থাকে তাহা হইলে কেবলমাত্র সেই সুস্থ অবস্থায়ই একটি তালাক দিতে পারে। (খ) তালাক দেওয়ার কথা ঘোষণা করার পর, স্ত্রী তিনটি ঋতুকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করিবে (প্রায় তিন মাস কাল)। এই সময়টি 'ইদ্দত' বা অপেক্ষার সময় বলা হয়। এইভাবে স্বামীকে যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়, যাহাতে সে তাহার কাজের সকল দিক্ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচনা করিতে পারে এবং তাহার মনের মধ্যে যদি ঐ স্ত্রী সম্বন্ধে ভালবাসার অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ কিছু থাকিয়া থাকে, তবে সেটা যেন জ্বলিয়া উঠে ও নিজেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। (গ) স্ত্রী যদি গর্ভবতী হয়, তাহা হইলে স্বামী হইতে এই কথাটি লুকাইবে না, কেননা সন্তান প্রসবকাল পর্যন্ত যে দীর্ঘ সময় ব্যয়িত হইবার কথা সেই দম্পতির মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টির যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। (ঘ) পূর্ণ ও অখণ্ডনীয় (বাইন) তালাকের জন্য তিন দফায় তিন মাসে প্রত্যেক ঋতুস্রাবের পর তালাক ঘোষণা প্রয়োজন। প্রথম দফার এবং দ্বিতীয় দফার তালাক ঘোষণার পরেও ইচ্ছা করিলে স্বামী স্ত্রীকে নিজের কাছে নিয়া যাবার অধিকার ও সুযোগ পায়। এমনকি তালাকের পরবর্তী সময় অতিবাহিত হইয়া গেলেও তৃতীয় দফায় তালাক ঘোষণার পূর্বে স্বামী স্ত্রীকে নূতনভাবে বিবাহ করিয়া মিলিত হইতে পারে।

২৭৯। ব্যক্তিগত অধিকারের ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রীর অধিকারের সমান। তবুও, ৪ : ৩৫ অনুযায়ী, পুরুষের শারীরিক সুযোগ-সুবিধা বেশী থাকায় এবং তজ্জনিত কারণে অভিভাবকত্বের দায়িত্বের ও পারিবারিক খরচ-পত্রের বোঝা বহনের দরুন, পরিবারে স্বামীর কিছুটা প্রাধান্য থাকে।

(৩য় পাতার পর)

বলিয়াছেন, একজন মুসলমান, যে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ব্যতিরেকে আর কোন উপাস্য নাই এবং মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রসূল, তিনটি কারণ ব্যতিরেকে তাহাকে হত্যা করা বৈধ নহে। (এক) বিবাহের পর ব্যভিচার করিলে তাহাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করিতে হইবে; (দুই) আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলে নিশ্চয় তাহাকে হত্যা করিবে, অথবা ফাঁসি দিয়া মারিবে অথবা দেশ হইতে বহিস্কার করিয়া দিতে হইবে; (তিন) সে কোন মানুষকে হত্যা করিলে তাহার পরিবর্তে তাহাকে হত্যা করিতে হইবে। (আবু দাউদ)

৬। হযরত আবদুল্লাহ বিন আমের হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, একজন মুসলমানের হত্যা অপেক্ষা পৃথিবীর বিলোপ সাধন আল্লাহ্‌র নিকট নিশ্চয় সহজ।

৭। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, দুই বান্দা, একজন পূর্বের এবং অপর একজন পশ্চিমের যদি মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র জন্য পরস্পরকে ভালবাসে, আল্লাহ্ নিশ্চয় তাহাদিগকে একত্রিত করিয়া বলিবেন, এই সেই ব্যক্তি যাহাকে তুমি আমার জন্য ভালবাসিয়াছিলে। (বায়হাকী)

হাদিস শরীফ

মুসলমানদের পরস্পারের প্রতি কর্তব্য

অনুবাদ : মৌঃ মোহাম্মদ, সাবেক ন্যাশনাল আমীর, আঃ মুঃ জাঃ বাঃ

১। হযরত উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন : এক মুসলমান আর এক মুসলমানের ভাই। সে অন্যের প্রতি যুলুম করে না এবং তাহাকে অন্যের হস্তে (যুলুমের উদ্দেশ্যে) সমর্পণ করে না ; যে তাহার ভাইয়ের সাহায্যে আগাইয়া আসে, আল্লাহ্ তাহাকে সাহায্য করেন। যে কেহ মুসলমানের কষ্ট দূর করে, আল্লাহ্ কেয়ামতের দিন তাহার কষ্ট দূর করিবেন। যে কেহ মুসলমানের দোষত্রুটি ঢাকিয়া রাখে আল্লাহ্ কেয়ামতের দিনে তাহার দোষ-ত্রুটি ঢাকিয়া রাখবেন। (বুখারী, মুসলিম)

২। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, এক মুসলমান আর এক মুসলমানের ভাই। সে তাহার প্রতি যুলুম করে না। তাহাকে লাঞ্ছিত করে না এবং তাহাকে ঘৃণা করে না। (বুকের ভিতরের দিকে তিনবার অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া তিনি বলিলেন) তাকওয়া (খোদা-ভীতি) এখানে। এক মুসলমান ভাইকে ঘৃণা করা একজনের যথেষ্ট অন্যায়। প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত, সম্পত্তি এবং সম্মান অন্য একজন মুসলমানের নিকট পবিত্র। (মুসলিম)

৩। হযরত মুস্তাওবেদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন : যে আর এক মুসলমানের গ্রাস আত্মসাৎ করে, আল্লাহ্ নিশ্চয় উহার অনুরূপ তাহাকে দোযখ হইতে আহার করাইবেন। যে কেহ এক মুসলমানের কাপড় (ছিনাইয়া (লইয়া) পরে, আল্লাহ্ নিশ্চয় তাহাকে উহার অনুরূপ দোযখ হইতে পরাইবেন ; এবং যে কেহ অন্যের সম্মানহানী করে, কেয়ামতের দিনে আল্লাহ্ তাহার সম্মানহানী করিবেন। (আবু দাউদ)

৪। হযরত আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় তোমরা একে অন্যের জন্য দর্পণ-স্বরূপ। সে যদি উহাতে কোন ধূলি দেখে, সে নিশ্চয় উহা ঝাড়িয়া দেয়। (তিরমিযী)। এক বিশ্বাসী আর এক বিশ্বাসীর জন্য দর্পণ স্বরূপ এবং এক বিশ্বাসী আর এক বিশ্বাসীর ভাই ; সে তাহার ক্ষতি প্রতিহত করে এবং তাহার পশ্চাৎ হইতে রক্ষা করে। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

৫। হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত রসূল করীম (সাঃ)

(অবশিষ্টাংশ ২য় পাতায় দেখুন)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃতবাণী

অনুবাদক : নাজির আহমদ ভূঁইয়া

(২৩ ও ২৪ তম সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

কেননা যদি তাহারা সত্য স্বপ্ন ও সত্য ইলহামের তত্ত্ব অনুধাবনে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত থাকে এবং এই বিষয়ে এইরূপ জ্ঞান, যাহাকে এলমুল ইয়াকীন (জ্ঞানলব্ধ বিশ্বাস) বলা উচিত, তাহা না থাকে, তাহা হইলে খোদাতা'লার নিকট তাহাদের এই আপত্তি থাকিতে পারে যে, তাহারা নবুওয়তের তত্ত্ব বুঝিতে পারে নাই। কেননা এইগুলি তাহাদের নিকট সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত ছিল। তাহারা বলিতে পারে যে, নবুওয়তের তত্ত্ব সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম এবং ইহা অনুধাবনের জন্য আমাদের প্রকৃতিতে কোন নমুনা দেওয়া হয় নাই। অতএব আমরা এই গুপ্ত তত্ত্ব কিভাবে অনুধাবন করিতে পারি? এই জন্য আল্লাহ্‌র বিধান আদি হইতে এবং যখন পৃথিবীর ভিত্তি স্থাপন করা হয় তখন হইতে এইভাবে জারী আছে যে, সাধারণ লোকদিগকে কখনো কখনো সত্য স্বপ্ন দেখানো হয় বা সত্য ইলহামও দেওয়া হয় যাহাতে তাহাদের অনুকরণ ও শ্রবণের মাধ্যমে অর্জিত ধ্যান-ধারণা 'এলমুল ইয়াকীন' পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায় * এবং যাহাতে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তাহাদের হাতে কোন নমুনা থাকে। এই সত্য স্বপ্ন বা সত্য ইলহামের ক্ষেত্রে তাহারা পুণ্যবান নাকি পাপী, সজ্জন নাকি অসাধু, সত্য ধর্মের অনুসারী নাকি মিথ্যা ধর্মের অনুসারী—এইগুলি আল্লাহ্‌তা'লা কর্তৃক বিবেচিত হয় না। সর্বজ্ঞানী খোদা এই উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য মানব মস্তিষ্ককে এমন ভাবেই গঠন করিয়াছেন এবং এইরূপ আধ্যাত্মিক শক্তি তাহাকে দান করিয়াছেন যে, সে কোন কোন সত্য স্বপ্ন দেখিতে পারে এবং কোন কোন সত্য ইলহাম লাভ করিতে পারে। কিন্তু ঐ সত্য স্বপ্ন ও

---

* জ্ঞান তিন প্রকারের হইয়া থাকে। প্রথমটি 'এলমুল ইয়াকীন' (জ্ঞানলব্ধ বিশ্বাস)। উদাহরণস্বরূপ, কেহ দূর হইতে ধুয়া দেখিয়া ধারণা করে যে, এই স্থানে নিশ্চয় আগুন থাকিবে। দ্বিতীয়টি 'আয়নুল ইয়াকীন' (চাক্ষুষ অভিজ্ঞতালব্ধ বিশ্বাস)। উদাহরণস্বরূপ, কেহ ঐ আগুনকে নিজের চোখে দেখে। তৃতীয়টি 'হাক্কুল ইয়াকীন' (নিশ্চিত বিশ্বাস)। উদাহরণস্বরূপ, কেহ ঐ আগুনে হাত প্রবেশ করাইয়া উহার উত্তাপ অনুভব করে।

সত্য ইলহাম কোন উচ্চ ব্যক্তিত্ব ও বুযুর্গী প্রমাণ করে না। কিন্তু ইহা কেবল নমুনা হিসাবে উন্নতির জন্য একটি পথ। যদি এইরূপ স্বপ্ন ও ইলহাম কোন কিছু প্রমাণ করে তবে তাহা এই যে, এইরূপ লোকের প্রকৃতি সঠিক। কিন্তু শর্ত এই যে, প্রবৃত্তির আবেগের দরুন পরিণাম যেন মন্দ না হয় এবং এইরূপ প্রকৃতি দ্বারা এই কথা বুঝা যায় যে, মাঝে প্রতিবন্ধকতা ও পর্দা না থাকিলে সে উন্নতি করিতে পারে। যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, একটি জমির কোন কোন লক্ষণ দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি ইহার নীচে পানি আছে। কিন্তু ঐ পানিতো জমির কয়েক স্তর নীচে অবস্থিত এবং কয়েক ধরণের কর্দম ইহাতে মিশ্রিত আছে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ পরিশ্রমের সহিত কাজ করা না হয় এবং জমিকে অনেক দিন পর্যন্ত খনন করা না হয় ততদিন পর্যন্ত স্বচ্ছ, মিষ্টি ও ব্যবহারোপযোগী পানি নির্গত হইতে পারে না। কোন স্বপ্ন সত্য দেখা বা সত্য ইলহাম লাভ করার মধ্যেই মানুষের পরিপূর্ণতার সমাপ্তি হয়—এইরূপ মনে করা চরম দুর্ভাগ্য ও নির্বুদ্ধিতা। বরং মানুষের পরিপূর্ণতার জন্য আরো অনেক বিষয় ও শর্ত আছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এইগুলি পূর্ণ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এই সকল স্বপ্ন ও ইলহামও আল্লাহুর পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। খোদা ইহার অনিষ্ট হইতে প্রত্যেক (খোদার পথের) পথিককে রক্ষা করুন।

এ স্থলে ইলহামাকাঙ্খীদের এই কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, ওহী দুই প্রকারের—পরীক্ষামূলক ওহী ও সুস্পষ্ট ওহী। পরীক্ষামূলক ওহী কোন কোন সময় ধ্বংসের কারণ হইয়া পড়ে, যেমন বালম এই কারণেই ধ্বংস হইয়াছিল। কিন্তু সুস্পষ্ট ওহীপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ কখনো ধ্বংস হন না। পরীক্ষামূলক ওহীও সকলে পায় না। যেরূপে দৈহিকভাবে বহু লোক মূক, বধির ও অন্ধরূপে জন্মগ্রহণ করে, তদ্রূপে কোন কোন মানুষের মেজাযই এইরূপ যে, তাহাদের আধ্যাত্মিক শক্তি স্থবির। অন্ধ যেইভাবে অন্যের সাহায্যে কালাতিপাত করে সেইভাবে এই সকল লোকও তাহাই করে। কিন্তু তাহারা এই বাস্তব সত্য অস্বীকার করিতে পারে না এবং বলিতে পারে না যে, অন্য সকল মানুষও তাহাদের ন্যায়ই অন্ধ। যেমন আমরা দেখিতে পাই কোন অন্ধ এই ব্যাপারে ঝগড়া করে না যে, চক্ষুষ্মান হওয়ার দাবী-কারকরা মিথ্যাবাদী। তাহারা ইহাও অস্বীকার করে না যে, হাজার হাজার লোকের চক্ষু আছে। কেননা তাহারা দেখে যে, ঐ সকল লোক তাহাদের চোখের সাহায্যে কাজ করে এবং তাহারা ঐ কাজ করিতে পারে, যাহা অন্ধ করিতে পারে না। হাঁ, যদি এইরূপ কোন যুগ আসিত যখন সকল মানুষ অন্ধই হইত এবং একজনও চক্ষুষ্মানও না হইত, তবে এই বিতর্ক সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ যে, বিগত যুগগুলির মধ্যে এইরূপ যুগও ছিল, যখন কেবল চক্ষুষ্মানই জন্ম গ্রহণ করিত, তাহা হইলে অন্ধদের লড়াই ঝগড়ার অনেক অবকাশ থাকিত। বরং আমার মতে পরিণামে এই বিতর্কে অন্ধরাই জয় লাভ করিত। কেননা যে ব্যক্তি কেবল বিগত যুগেরই বরাত দেয় এবং সে যে সকল মানবিক শক্তি ও পরিপূর্ণতার

দাবী করে তাহা কোন মানুষের মধ্যে দেখাইতে পারে না এবং এই কথা বলে যে, এই সকল শক্তি-সামর্থ্য ভবিষ্যতে কার্যকর থাকিবে না, বরং এইগুলি অতীতের ব্যাপার, এইরূপ ব্যক্তি নিরিক্ষণের দৃষ্টিতে পরিণামে মিথ্যাবাদীই সাব্যস্ত হয়। কেননা যে অবস্থায় আশিসদাতা খোদা মানব প্রকৃতির দৈহিক অংশে শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টি শক্তি, ঘ্রাণ শক্তি, স্পর্শ শক্তি, স্মরণ শক্তি, চিন্তাশক্তি, ইত্যাদি আরো অনেক শক্তি দান করিয়াছেন এবং এইগুলি এখনো মানুষের মধ্যে বিদ্যমান আছে, তাহা হইলে কি করিয়া ধারণা করা যাইতে পারে, যে সকল আধ্যাত্মিক শক্তি মানুষের মধ্যে পূর্বের যুগে ছিল ঐ সকল শক্তি এই যুগে তাহাদের স্বভাব হইতে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে? অথচ মানুষের আত্মার পরিপূর্ণতার জন্য দৈহিক শক্তির তুলনায় এই আধ্যাত্মিক শক্তি অনেক বেশী প্রয়োজনীয় এবং ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, পর্যবেক্ষণ হইতে প্রমাণিত হয় যে, এই আধ্যাত্মিক শক্তি নিঃশেষ হয় নাই। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় ঐ সকল ধর্ম সত্য হইতে কত দূরে! ইহাতো তাহারা স্বীকার করে যে, মানব প্রকৃতির দৈহিক ও জ্ঞানগত শক্তি এখনো তদ্রূপই আছে যদ্রূপে ইহা পূর্বে ছিল। কিন্তু তাহারা অস্বীকার করে যে, মানুষের আধ্যাত্মিক শক্তি এখনো তদ্রূপই আছে যদ্রূপে ইহা পূর্বে ছিল।

আমার এই সকল বক্তব্যের উদ্দেশ্য এই যে, কোন ব্যক্তির সত্য স্বপ্ন দেখা বা কোন সত্য ইলহাম লাভ করা তাহার কোন প্রকার পরিপূর্ণতার প্রমাণ নহে, যতক্ষণ পর্যন্ত না ইহার সহিত অন্যান্য লক্ষ্যণাবলী যুক্ত হইবে। শক্তিমান আল্লাহ্‌ চাহেন তো আমি ইহা তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণনা করিব। ইহা কেবলমাত্র মস্তিষ্কের গঠনের একটি ফলশ্রুতি। এই কারণেই ইহাতে পুণ্যবান বা সত্যবাদী হওয়ার শর্ত নাই। ইহার জন্য মোমেন এবং মুসলমান হওয়াও জরুরী নহে। কেবলমাত্র মস্তিষ্কের গঠনের দরুন যেভাবে কোন কোন লোক সত্য স্বপ্ন দেখে বা ইলহামের মাধ্যমে কিছু অবগত হয়, সেভাবে মস্তিষ্কের গঠনের দরুন কাহারো মেজায তত্ত্বজ্ঞান ও সূক্ষ্ম তত্ত্বাবলীর সহিত সম্পৃক্ত থাকে এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় তাহারা বুঝিতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সকল লোকের জন্য এই সত্য উক্তিটি প্রযোজ্য যে, آمن شعره وكفر قلبه অর্থ তাহার যুক্তিবাদী মন ঈমান আনিয়াছে কিন্তু তাহার হৃদয় অস্বীকারকারী। এই জন্যই সত্যবাদীকে সনাক্ত করা যে কোন সাদাসিধা লোকের কাজ নহে। اے بسا ابلیس آدم روئے ھست-

پس بہر دستے نباید داد دست

(অর্থ: হে ইবলীসের দল! আদমের সন্তানেরা আছে। সুতরাং আদমের উপর প্রতিশোধ নেয়া এবং তাহার উপর হাত রাখা সম্ভব নহে—অনুবাদক)। এতদ্‌সঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, এই পর্যায়ের লোকেরা যে সকল স্বপ্ন দেখে বা ইল্‌হাম পাইয়া থাকে ঐ গুলি অনেক অন্ধকারের মধ্যে ঘটিয়া থাকে। ইহাতে যদি সত্যতার কোন ঝলক থাকে তাহা ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা মাত্র। ইহার সহিত খোদার ভালবাসা ও গ্রহণ-যোগ্যতার কোন চিহ্ন থাকে না। যদি অদৃশ্যের বিষয় হয় তাহা হইলে কেবল এইরূপ হয় যাহাতে কোটি কোটি মানুষ অংশীদার হয়। যে কোন লোক চাহিলে অনুসন্ধান করিয়া

দেখিতে পারে যে, এইরূপ স্বপ্ন ও ইলহামে দুষ্কৃতকারী, মিথ্যাবাদী, অস্বীকারকারী এমন কি ব্যভিচারিণী মেয়েলোকও অংশীদার হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ ব্যক্তি বুদ্ধিমান নহে, যে এই ধরণের স্বপ্ন ও ইলহামে সন্তুষ্ট ও তন্ময় হইয়া যায় এবং ঐ ব্যক্তি ভয়ানক প্রতারণার মধ্যে নিপতিত হয়, যে কেবল এই ধরণের স্বপ্ন ও ইলহামের দৃষ্টান্ত নিজের মধ্যে পাইয়া নিজেকে কিছু একটা ভাবিয়া বসে। বরং স্মরণ রাখা উচিত, এই ধরণের লোক কেবল মাত্র ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে এক অন্ধকার রাত্রিতে দূর হইতে আগুনের ধুঁয়া দেখে কিন্তু ঐ আগুনের আলো দেখিতে পায়না, না ইহার উত্তাপ দ্বারা নিজের শীত দূর করিতে পারে। কারণ ইহাই যে, এইরূপ লোকেরা খোদাতা'লার বিশেষ বরকত ও পুরস্কার হইতে কোন অংশ লাভ করে না, না কোন গ্রহণযোগ্যতা তাহাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়, না এক বিন্দু পরিমাণও খোদার সহিত তাহাদের সম্পর্ক সৃষ্টি হয় এবং না জ্যোতির স্ফুলিঙ্গ তাহাদের মানবিক দুর্বলতা পোড়াইয়া দেয়। যেহেতু খোদাতা'লার সহিত তাহাদের প্রকৃত বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয় না, সেহেতু খোদার নৈকট্য লাভ না করার দরুন শয়তান তাহাদের সঙ্গে থাকে এবং নিজেদের মনের কথা তাহাদের উপর প্রাধান্য লাভ করে। যেভাবে মেঘাচ্ছন্ন অবস্থায় অধিকাংশ সময় সূর্য আড়াল হইয়া যায় এবং কখনো কখনো ইহার কোন এক প্রান্ত দেখা যায়, সেভাবে তাহাদের অবস্থা অধিকাংশ সময় অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে এবং তাহাদের স্বপ্ন ও ইলহামে শয়তানের প্রাধান্য প্রবল থাকে। (ক্রমশঃ)

(হাকিকাতুল ওহী পুস্তকের বঙ্গানুবাদ)

(১৫ পাতার পর খুৎবার অবশিষ্টাংশ)

বড় বড় বৈজ্ঞানিক বড় বড় প্রফেসর বড় বড় চিন্তাবিদ এবং বড় বড় জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিদ্যমান, কিন্তু কোথাও 'তের' সংখ্যক লোকের সমাবেশ দেখিলেই তাহাদের চেহারা পিঙ্গলবর্ণ হইয়া যাইবে এবং তাহারা কোন রূপে সেই বৈঠক হইতে পলায়ন করিতে চেষ্টা করিবে, কিম্বা তালাস করিয়া অন্য এক জনকে তথায় নিয়া 'তের' কে চৌদ্দ সংখ্যায় পরিণত করিবে।

কথিত আছে, এক নিমন্ত্রণে তের জন ইংরাজ যোগদান করিল। ফলে প্রত্যেকেই এই নিমন্ত্রণ মজলিস হইতে পলায়ন করিয়া 'তের' সংখ্যাকে 'বার'তে পরিণত করিতে প্রয়াস পাইল। কেহই নিজ অভিসন্ধি ব্যক্ত করিতে পারিত না বলিয়া প্রত্যেকেই মনে করিল যে, চুপে চুপে মজলিস হইতে চলিয়া যাইবে। ফলতঃ এক এক জন করিয়া সকলেই চলিয়া গেল। এবং কেবল নিমন্ত্রণকারীই বাকী রহিল; অতিথি একজনও রহিল না।

বস্তুতঃ এই সকল লোক বড়ই আহমক-সুলভ নিয়ম পালন করে। কিন্তু খোদাতা'লার তরফ হইতে কোন বিধান অবতীর্ণ হইলে বলিয়া উঠে, "ইহাতে এই বাঁধন, সেই বাঁধন, এই কঠোরতা, সেই কঠোরতা"। অথচ পার্থিব ব্যাপারে তাহারা এতদপেক্ষা অনেক অধিক বাঁধন ও কঠোরতা পালন করে।

অতএব স্মরণ রাখিও, বা-জামাত নামায পড়া ইসলামের এক মহানুষ্ঠান। যে ব্যক্তি রোগগ্রস্ত বা অন্য কোন জায়েয অবস্থা ছাড়া বা-জামাত নামায ছাড়িয়া দেয় সে বস্তুতঃ নামায বিনষ্ট করে এবং যে জাতি নামায নষ্ট করে সে জাতি কখনো আল্লাহ্‌তা'লার অনুগ্রহ লাভ করিতে পারে না। (পুনঃপ্রকাশ)

জুমুআর খুতবা

হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

[১২ই মে, ১৯৩৯ তারিখে প্রদত্ত খোৎবার সারমর্ম]

সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর (রাঃ) বলেন :—

পুণ্য কার্যে উন্নতি ও অবনতি ক্রমে ক্রমে হইয়া থাকে। কেহ যখন পুণ্যের ময়দানে উন্নতি করিতে থাকে তখন ক্রমে ক্রমে উন্নতি করে। আবার অবনতি করিবার কালেও ক্রমে ক্রমেই অবনতি করে। উন্নতিও এক মুহূর্তে করে না, অবনতিও এক মুহূর্তে করে না। প্রথমতঃ সামান্য সামান্য পরিবর্তন হয়, তাহাই বৃদ্ধি পাইতে পাইতে বৃহদাকার ধারণ করে। কখন কখন মানুষ বাহ্যতঃ ছোট ছোট কাজ করিয়া যায় এবং টেরই পায় না যে, সে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে ; কিন্তু হঠাৎ এক দিন দেখিতে পায় যে, সে উন্নতির ময়দানে বহু অগ্রসর হইয়াছে। তদ্রূপ মানুষ কখন কখন বাহ্যতঃ ছোট বিষয়কে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যায় এবং হঠাৎ এক দিন দেখিতে পায় যে, সে বহু নীচে পড়িয়া গিয়াছে।

আমাদের দেশে একটি গল্প প্রচলিত আছে যে, এক ব্যক্তি নিজেকে অতি বড় পাহলোয়ান মনে করিত। ক্রমে ক্রমে এই ধারণা তাহার হৃদয়ে প্রবল হইতে থাকে এবং সে মনে করিতে থাকে যে, দুনিয়াতে সে-ই সর্বাপেক্ষা অধিক বাহাদুর ও শক্তিশালী, এবং শৌর্য-বীর্যে তাহার সমকক্ষ দুনিয়াতে কেহই নাই। অতঃপর সে ভাবিল, তাহার বাহাদুরীর কোন একটা নিদর্শনও কায়েম করা উচিত। এ সম্বন্ধে সে নিজেও ভাবিল এবং বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গেও পরামর্শ করিল। অবশেষে তাহার খেয়াল হইল যে, প্রাণীর মধ্যে ব্যাঘ্রকেই লোক বাহাদুরীর দৃষ্টান্তরূপে পেশ করিয়া থাকে। সুতরাং তাহার সিদ্ধান্ত এই হইল যে, ব্যাঘ্রের আকৃতি তাহার শরীরে ক্ষুদিত করিতে হইবে।

এই সিদ্ধান্ত করিয়া সে জনৈক ক্ষুদকের নিকট যাইয়া ব্যাঘ্রের আকৃতি তাহার শরীরে ক্ষুদিয়া দিতে বলিল। কিন্তু ক্ষুদক যখন তাহার শরীরে সূচ বিদ্ধ করিল, তখন সে ব্যথা অনুভব করিয়া বলিয়া উঠিল, "মিয়া, কি করিতেছ ?" সে উত্তর করিল, "ব্যাঘ্র ক্ষুদিতেছি।" পাহলোয়ান পুনঃ জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাঘ্রের কোন অংশ ক্ষুদিতেছ ?" শীল বলিল, "ব্যাঘ্রের দক্ষিণ কর্ণ ক্ষুদিতেছি"। পাহলোয়ান বলিল, "আচ্ছা বল তো দেখি, ব্যাঘ্রের দক্ষিণ কর্ণ না থাকিলে ব্যাঘ্র ব্যাঘ্র থাকে কি না"। শীল বলিল, "থাকে বৈ কি"। ইহাতে সে বলিল, "আচ্ছা, তবে ডান কান বাদ দিয়া আগে চল"। অতঃপর যখন শীল বাম কান ক্ষুদিবার জন্য সূচ বিদ্ধ করিল তখন সে পুনরায় ব্যথা অনুভব করিয়া বলিয়া উঠিল, "মিয়া এখন কি ক্ষুদিতেছ"? শীল বলিল, "বাম কর্ণ ক্ষুদিতেছি।" সে বলিল, "আচ্ছা বল দেখি, বাম কান

না থাকিলে বাঘ বাঘ থাকে কি না।" শীল উত্তর করিল, "থাকে বৈ কি।" ইহাতে সে বলিল, 'আচ্ছা, ইহাও ছাড়িয়া আগে চল।" অতঃপর যখন শীল লেজ কুদিবার জন্য সূচ বিঁধিল তখন সে পুনরায় জিজ্ঞাস করিল, "এখন কি কুদিতেছ?' শীল বলিল, "লেজ কুদিতেছি।" সে বলিল, আচ্ছা, বল দেখি, লেজ না থাকিলে বাঘ বাঘ থাকে কি না?" শীল উত্তর করিল, "বাঘই থাকে বৈ কি।" ইহাতে সে বলিল, "আচ্ছা, তবে লেজও বাদ দিয়া আগে চল।"

এইরূপে সে চারি পাঁচ বার এরূপ করিলে, শীল সূচ রাখিয়া বসিয়া পড়িল এবং বলিল, 'দুই একটা জিনিষ না থাকিলে তো বাঘ বাঘই থাকে, কিন্তু সবই যদি না থাকে তবে বাঘ বাঘ থাকিবে কেমন করিয়া?"

বাহ্যতঃ ইহা একটি হাস্যকর কথা বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা একটি মহা হিতোপদেশপূর্ণ গল্প। ইহার ভিতরে এই শিক্ষা নিহিত আছে যে, কোন জিনিষ কিছু কিছু করিয়া বাদ দিলে সবই বাদ পড়িয়া যায়। ইসলামের মহা নীতি বা অনুষ্ঠানের মধ্যে বা-জামাত নামায সম্পাদন অন্যতম। ইহা এক মহা আদেশ—পুণ্যের এক পাহাড়। পাহাড়ের উচ্চ চূড়ায় আরোহণের পূর্বে কতিপয় ছোট ছোট চূড়া অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। প্রথমতঃ ছোট ছোট টিলা তৎপর তদপেক্ষা উচ্চতর চূড়া অতিক্রম করিতে হয়; আর অবশেষে বরফে ঢাকা অতি উচ্চ চূড়ায় যাইয়া পৌঁছিতে হয়। সেই বরফে ঢাকা অত্যুচ্চ চূড়ার পর পাহাড় পুনরায় ক্রমশঃ নীচু হইতে থাকে। সর্বোচ্চ চূড়ার পর তদপেক্ষা নিম্ন চূড়া, তৎপর তদপেক্ষা নিম্ন চূড়া, তৎপর তদপেক্ষা নিম্ন চূড়া, তৎপর ছোট ছোট টিলা, তৎপর উচু-নীচু ভূমি এবং তৎপর সমতল ভূমি আসে।

নামাযের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। ইহাও এক পাহাড় সদৃশ—ইহা মানুষকে পুণ্যের উচ্চতম শিখরে পৌঁছায়। এই পাহাড়ের প্রাথমিক টিলাগুলি অতিক্রম না করিয়া মানুষ ইহার শিখরে উপনীত হইতে পারে না। এইজন্য খোদাতা'লা এ সম্বন্ধে কতিপয় বিধি-বিধান নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। যথা—সর্বপ্রথম আযান দিতে হয়, তৎপর 'ওযু' করিতে হয়, তারপর সুন্নত পড়িতে হয়, তারপর 'ফরয' পড়িতে হয় যাহা পাহাড়ের শিখর সদৃশ, 'ফরয' পড়ার পর পুনরায় সুন্নত পড়িতে হয়; অতঃপর নামায শেষ হয়। এতদ্ব্যতীত 'যেক্‌রে এলাহী' বা জপতপও আছে; ইহা নামাযের পূর্বে এবং পরে করিতে হয় এবং ইহা অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। রসূল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, যেক্‌রে এলাহী' মানুষের জন্য মহা বরকত বা আশীষের উৎস। তিনি আরো বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি নামাযের অপেক্ষায় মসজিদে বসিয়া থাকে সে এক প্রকার জেহাদে নিযুক্ত থাকে। কিন্তু আজকালকার তথাকথিত শিক্ষিত যুবকগণের মতে মসজিদে নামাযের অপেক্ষায় বসিয়া থাকা সময় নষ্ট করা বৈ আর কিছুই নহে। অথচ সে এতটুকু বুঝিতে পারে না যে, মানব জীবনের উদ্দেশ্য যদি শুধু দুনিয়া অর্জনই হইয়া থাকে তবে নামাযের সময় ব্যয় করিলেও তো সময় নষ্ট হইবে।

অল্পই হউক, আর বেশীই হউক, উভয়ে সময় নষ্টকারী হইবে। ইহা কেমন করিয়া হইতে পারে যে, যে ব্যক্তি নামাযের অপেক্ষায় ২৫ মিনিট বসিয়া থাকে সে তো সময় নষ্ট করে, অথচ যে ব্যক্তি নামাযে দশ মিনিট ব্যয় করে সে সময় নষ্ট করে না?

কোন বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ব্যক্তি কোন পচা কলা কখনো খাইবে না, বরং উহা ফেলিয়া দিবে; এরূপ কখনো করিবে না যে, কতকাংশ খাইবে আর কতকাংশ ফেলিয়া দিবে। কিম্বা কোন খরমুজ যদি পচিয়া দুর্গন্ধ-যুক্ত হয় এবং উহাতে পোকা পড়ে, তবে কেহ উহার পোকাযুক্ত পাঁচ ছয় টুকরা খাইয়া অবশিষ্ট টুকরাগুলি ফেলিয়া দিয়া একথা বলিবে না যে, "আমি পচা খরমুজ খাই না।" সে বরং ইহার একটি ক্ষুদ্রতম টুকরাও খাইতে প্রস্তুত হইবে না; ইহার অধিক খাইয়া অল্প ফেলিয়া দেওয়া তো দূরের কথা।

সুতরাং ইহা আহমক-সুলভ কথা যে, নামাযের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিলে সময় নষ্ট হয়। আমাকে দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, এই ত্রুটি কোন কোন আহমদীর মধ্যেও পাওয়া যায়। তাহারা নামায তো পড়ে, কিন্তু যিক্‌রে-এলাহীর গুরুত্ব উপলব্ধি করে না। তাহারা নামায পড়িবার জন্য এরূপ মসজিদ তালাস করে যথায় নামায তাড়াতাড়ি পড়ান হয় এবং এরূপ ইমাম তালাস করে যে দুই তিন ঠোকর দ্বারা নামায পড়াইয়া দেয় এবং মুকতাদীগণকে শীঘ্র শীঘ্র ছুটি দিয়া দেয় এবং নামাযের জন্য তাহাদের অধিক সময় ব্যয় করিতে হয় না।

রসূল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, "নামায নিজ নিজ মহল্লার মসজিদে পড়িও"। রসূল করীম (সাঃ) যখন এই আদেশ দিয়াছিলেন তখন ইহা উদ্দেশ্য বিহীন বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু নবীগণের (আঃ) বিচক্ষণতা অসাধারণ হইয়া থাকে এবং তাহারা মানুষের সর্বপ্রকার দুর্বলতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। ফলতঃ বর্তমান যুগের ত্রুটিসমূহ দেখিয়া বোধ হয় যে, এই আদেশে এক মহা 'হেকমত' ছিল। তাহা এই যে, মানুষ যখন নিজ মহল্লার মসজিদ ছাড়িয়া অন্যত্র যায় তখন প্রকৃত পক্ষে আরামের উদ্দেশ্যে যায় কারণ তথায় নামায তাড়াতাড়ি হইবে বলিয়া তাহার ধারণা থাকে কারণ সে জানে তথায় কি প্রকার নামায হয়। নিজ মহল্লায় সে এই জন্য নামায পড়ে না যে, সে জানে যে, এখানে নামাযের জন্য প্রতীক্ষা করিতে হইবে এবং নামাযও পূর্ণরূপে আদায় করিতে হইবে।

কতিপয় লোক এরূপ মসজিদে যাইয়া নামায পড়ে যথায় বালকদিগকে নামায পড়ান হয়। তথায় নামায ঘন্টা বাজানের সঙ্গে সঙ্গে হয়; বালকদের জন্য তাড়াতাড়ি পড়ান হয়। সেই জন্য তাহারাও তথায় যাইয়া নামায পড়ে। মহল্লার মসজিদে যেহেতু তাহাদিগকে প্রতীক্ষা করিতে হয়, সেই জন্য তাহারা মহল্লার মসজিদে নামায পড়ে না। অথচ ইমামের জন্য অপেক্ষা করা এবং যেক্‌রে এলাহীতে মশ্‌গুল থাকা বড়ই

পুণ্যের কাজ এবং এইরূপ পুণ্য কাজই মানুষকে পুণ্যের পাহাড়ের শিখরে উপনীত করে। এই পুণ্যের পর্বত শিখরে পৌঁছিবার জন্য যদি প্রাথমিক টিলা স্বরূপ কতিপয় পুণ্য কার্য সম্পাদনের আবশ্যকতা না থাকিত তবে নামাযের জন্য আযানের ব্যবস্থা কেন করা হইল, বা ইমামের জন্য অপেক্ষা করিতে এবং যেক্‌রে এলাহী করিতে কেন আদেশ করা হইল, এবং সুন্নত পড়িবার আদেশই বা কেন দেওয়া হইল, তদ্রূপ বা-জামাত নামাযেরই বা কেন আদেশ করা হইল? এই সকল আদেশ এই উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে যেন মানুষ এগুলি পালন করিয়া ক্রমে পুণ্যের উচ্চ চূড়ায় পৌঁছিতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি এই টিলাসমূহ অতিক্রম না করিয়াই পাহাড়ের উচ্চতম শিখরে পৌঁছিতে চায় সে আহমক ও অজ্ঞ। সে জানে না, আল্লাহ্‌তা'লা আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য কি নীতি ও পদ্ধতি নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।

প্রকৃত কথা এই যে, ধর্মে পূর্ণ উন্নতি সাধনের জন্য আল্লাহ্‌তা'লার নির্দ্ধারিত যাবতীয় বিধি-বিধান পালন আবশ্যক। সেইগুলি পালন না করিয়া মানুষ কখনো ধর্মে পূর্ণ উন্নতি লাভ করিতে পারে না।

এই যে পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রাপ্ত যুবকগণ প্রত্যেক কথারই কারণ ও উদ্দেশ্য জানিতে চায়, তাহাদিগকে দেখা গিয়াছে যে, কোথাও 'ডিনারে' (নৈশ ভোজে) যাইতে হইলে কাল কোটের তালাস করিতে করিতে অস্থির হয়। কখন এর নিকট, কখন ওর নিকট চায় এবং কাহারো নিকট না পাইলে নিজের জন্য মহা অপমানের বিষয় মনে করে। কিন্তু কালো কোটের সহিত ডিনারের কি সম্পর্ক আছে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কোন উত্তর দিতে পারিবে না। কালো কোট দ্বারা কি রুটি কাটিতে হয়, না ফল কাটিতে হয়, না হাড় চিবাইতে হয়? কালো কোটের সহিত ডিনারের কোন সম্পর্ক না থাকা সত্বেও তাহারা ডিনারে কালো কোট পরিধান করিয়া যাওয়া অত্যাবশ্যকীয় মনে করে, অথচ ইসলামের বিধিবিধান সম্বন্ধে আপত্তি উথাপন করিয়া বলে, 'অমুক বিধানের উদ্দেশ্য কি, তমুক বিধানের মর্ম কি?' ওযু করার প্রয়োজনীয়তা তাহারা বুঝিতে পারে না, নামাযের পূর্বে যেক্‌রে এলাহীর আবশ্যকতা তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে না, কিন্তু কালো কোটের সঙ্গে 'টাই' পড়িবার এবং জুতার সঙ্গে মোজা পরিবার 'হেকমত' জানিবার কোন আবশ্যকতা তাহারা অনুভব করে না। তাহারা খেয়াল রাখে যেন পেন্টেলুনে কোন 'crease' বা ভাজের দাগ না পড়ে, এবং ইহার 'হেকমত' না বুঝিয়াই তাহারা ইহাকে অতি প্রয়োজনীয় মনে করে।

বস্তুতঃ তাহারা শয়তানের তৈয়ার করা সকল বাঁধনই অবলম্বন করে এবং তাহা পালন করিতে সচেষ্ট হয়, কিন্তু খোদার নির্দ্ধারিত বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং তাহাদের পূর্ণতার জন্য যে সকল ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে সেগুলিকে বৃথা মনে করে।

কতিপয় লোক আছে, তাহারা দোকানে বসিয়া তকবীরের (নামায আরম্ভের) অপেক্ষা করিতে থাকে। এইরূপ দোকানই ফখরুদ্দীন মুলতানীর ছিল। ইহা এই প্রকার লোকের আড্ডা ছিল। ইহাতে বড় বড় লোকগণ যাহারা সম্ভ্রান্ত বলিয়া পরিগণিত হইত বসিয়া থাকিত এবং মসজিদে যাওয়ার জন্য তকবীরের অপেক্ষা করিত। এখন যদিও সেই দোকান

না থাকায় এই অভ্যাস কতকটা কমিয়াছে কিন্তু এখনো কতিপয় লোক এরূপ করিয়া থাকে এবং 'তকবীর' হইলে পর মসজিদে আসিতে চেষ্টা করে।

দুঃখের বিষয় আমাদের খান্দানের বা পরিবারের কতিপয় লোকের মধ্যেও এই শৈথিল্য দেখা দিয়াছে এবং আমার পরিবারের কোন কোন বালকও এই ব্যধিগ্রস্ত হইয়াছে। আমি মসজিদে যাইয়া কদাচিৎ তথায় তাহাদিগকে দেখিতে পাই। তাহারা ঘরে সুন্নত পড়িয়া অপেক্ষা করিতে থাকে। আমাকে মসজিদে যাইতে দেখিলে তাহারা দৌড়াইয়া যাইয়া নামাযে শামেল হয়।

বর্তমানে অবশ্য তাহাদের এই সুবিধা আছে যে, আমাকে মসজিদে যাইতে দেখিয়া তাহারা নামাযে যাইয়া শামেল হয়। কিন্তু তাহারা এ কথা বুঝে না যে, আমার অস্তিত্ব চিরস্থায়ী নহে। একমাত্র 'হাই' ও 'কাইয়ুম' খোদাই চিরস্থায়ী। আমার পরে যিনি খলীফা হইবেন, তিনি যে কোন্ পরিবারের হইবেন তাহা কেহ বলিতে পারে না। তখন তাহারা কেমন করিয়া জানিবে যে, ইমাম নামায পড়াইবার জন্য মসজিদে গিয়াছেন। তখন তাহাদের বিশ ত্রিশ বৎসরের অভ্যাস কেমন করিয়া দূরীভূত হইবে এবং তাহারা কেমন করিয়া বা-জামা'ত নামায পড়িবে। এখন যদি তাহারা নিজ নিজ অবস্থার সংশোধন না করে তবে প্রথমতঃ তাহারা প্রথম 'রাকাত' নামায হারাইবে, তৎপর দ্বিতীয় 'রাকাত' তৎপর তৃতীয় 'রাকাত' এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাহারা বা-জামা'ত নামায হইতে বঞ্চিত হইবে এবং নিজ ঘরেই নামায পড়িয়া লইবে এবং অবশেষে হয়তো ঘরে নামায পড়াও ছাড়িয়া দিবে। "কাহারো দোষ লোক সম্মুখে বর্ণনা করিতে নাই"—এই হাদীস অনুযায়ী আমি ইশারা দ্বারা তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছি, কিন্তু যখন দেখিলাম যে, ইশারায় কোন ফল হইল না, তখন অধিকতর প্রকাশ্যভাবে বলিয়া তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা আবশ্যক মনে করিলাম, যেন তাহারা এই শৈথিল্য পরিহার করে।

যাহারা ঘরে নামায পড়িতে অভ্যস্ত হয় তাহারা আস্তে আস্তে নামায পড়াই ছাড়িয়া দেয়। আমি আজ পর্যন্ত ঘরে নামায পড়িতে অভ্যস্ত কোন ব্যক্তিকে সর্বদা নামাযের পাবন্দ থাকিতে দেখি নাই। এরূপ লোক পরিণামে নামায একেবারেই ছাড়িয়া দেয়। কারণ তাহাদের নামায 'রসমী' বা গতানুগতিক হয়, উহাতে মহব্বত ও ঈমানের 'রূহ্' থাকে না। প্রথম প্রথম তো ঘরে নামায পড়ে, কিন্তু কোন তথাকথিত "বুদ্ধিমান" ও "জ্ঞানী" লোকের সঙ্গে যদি দেখা হয় (আমি 'বুদ্ধিমান' শব্দ এই জন্য ব্যবহার করিয়াছি যে, ঈদৃশ লোকের নিকট সেই ব্যক্তিই বুদ্ধিমান যে নামাযকে বৃথা মনে করে এবং ইসলামের বিধানগুলিকে খারাপ মনে করে) এবং সে বলে "মিয়া এই নামায পড়িয়া তোমার কি লাভ"। তখন সেই দিন হইতেই সে নামায পড়া ছাড়িয়া দিবে এবং বলিবে, "বাস্তবিকই নামায পড়িয়া কোন লাভ নাই"।

প্রকৃত কথা এই যে, যে নামাযে সে কোন ফায়দা দেখিতে পাইত না তাহা তাহার নিজের তৈয়ারী নামায ছিল। খোদার নামায তো সে পড়িতই না। সে যদি খোদার নামায পড়িত এবং নামাযের নির্দ্ধারিত শর্তানুযায়ী তাহা সম্পাদিত করিত তবে সে তাহা হইতে ফায়দাও নিশ্চয়ই পাইত। নামাযের যাবতীয় শর্ত পূর্ণ না করায় তাহার নামায 'রসম' বা গতানুগতিকতায় পর্যবসিত হইয়াছিল। তাহার নামায ঈমান এবং 'রূহ্'বিহীন ছিল। আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের নির্দ্ধারিত নিয়মানুযায়ী নামায এক সুন্দরতম জিনিস। কিন্তু কোন সুন্দর ব্যক্তির যদি নাক কাটিয়া দেওয়া হয়, চক্ষু কানা করিয়া দেওয়া হয়, গালে দাগ দেওয়া হয় এবং কান কাটিয়া ফেলা হয় তবে কে তাহাকে সুন্দর বলিবে?

নামাযের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। নামায ইহার যাবতীয় শর্ত ও বাঁধনসহ এক যার-পর-নাই সুন্দর জিনিস। কিন্তু আমরা যখন অজ্ঞতাবশতঃ ইহাকে ছাটিতে আরম্ভ করি তখন এক ফায়দা-বিহীন বৃথা বস্তুতে পরিণত হয়। এরূপ নামায কখনো বা-বরকত বা সুফল মণ্ডিত হয় না।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলিতেন যে, লোক নামায এরূপভাবে পড়ে যেন মোরগ দানা ঠোকরায়। এরূপ নামাযে অবশ্য কোন 'ফায়দা' নাই, বরং ইহা কখন কখন 'লানত' বা অভিসম্পাতের কারণ হয়।

কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা বলিয়াছেন—ويل للمصلين

অর্থাৎ নামায এক আযাব, নামায লানত, এক বিড়ম্বনা; কিন্তু কাহার জন্য? الذين هم عن صلاتهم ساهون —অর্থাৎ সেই ব্যক্তিদের জন্য যাহাদের নামাযে ত্রুটি থাকিয়া যায়, যাহাদের নামাযে সার থাকে না, যাহারা নামায সংক্ষেপ করিয়া বা বিকৃত করিয়া আদায় করে। মানুষ তখনই এই অভিসম্পাত হইতে বাঁচিতে পারে যখন সে নামাযকে ইহার যাবতীয় শর্ত ও নিয়মানুযায়ী সম্পাদন করতঃ ইহা দ্বারা উপকৃত হয়। কিন্তু এরূপ না করিলে সে পুণ্যের স্থলে অভিসম্পাত ক্রয় করে এবং জিদের বশবর্তী হইয়া যখন 'ফায়দা' পাইতেছে তখন সে মিথ্যাবাদীও হয়, 'লানতী' বা অভিশপ্তও হয়। কারণ সে খোদা, রসূল এবং নিজ ধর্মকে কার্যতঃ মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। অবশ্য যদি সে খোদা এবং তাঁহার রসূলের নির্দ্ধারিত নিয়মানুযায়ী নামায সম্পাদন করিত তবে নিশ্চয়ই নামায হইতে 'ফায়দা' পাইত এবং তাহার হৃদয়ে খোদাতা'লার প্রেমের সঞ্চার হইত। অধিকন্তু নামাযের পূর্বে যদি 'যেক্‌রে-এলাহী' করিত এবং নামাযের জন্য অপেক্ষা করিত এবং সুন্নত ইত্যাদি পড়িত তবে তাহার দৃষ্টান্ত হযরত মসীহ মাওউদের (আঃ) নিম্নলিখিত বাণীর অনুরূপ হইত। যথা— دست در کار دل با یار

—(অর্থাৎ হাত কাজে নিয়োজিত এবং হৃদয় প্রেমাস্পদের সহিত সংলগ্ন)।

নামাযের দৃষ্টান্ত এইরূপ যেন কেহ কোন ব্যক্তিকে নিমন্ত্রিত করিয়া বলিল যে, একত্রে বসিয়া খাওয়া হইবে না, প্রত্যেকে নিজ নিজ বাসন নিয়া যাইবে, তাহাতে খাওয়ার

ঢালিয়া দেওয়া হইবে। ইত্যাবস্থায় যে ব্যক্তি বাসন নিয়া যাইবে সে-ই খাওয়ার পাইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি বাসন না নিয়া যাইবে সে বঞ্চিত হইবে। নামাযেও তদ্রূপ রুহানী বা আধ্যাত্মিক খাদ্য বিতরণ করা হয়। যে ব্যক্তি বাসন নিয়া যাইবে সে খাদ্য নিয়া আসিবে, আর যে শূন্য হাতে যাইবে সে শূন্য হাতেই তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিবে। যদিও সে অন্যান্য লোকদের সংগে একই সময়ে গিয়া থাকিবে তথাপি বাসন না নিয়া যাওয়ায় সে কিছুই পাইবে না, অথচ যাহারা বাসন নিয়া যাইবে তাহারাই খাওয়ার পাইবে, কিন্তু যে ব্যক্তি বাসন নিয়া যাইবে না সে বঞ্চিত হইবে। আবার যদি এরূপ অবস্থা হয় যে, বাসন তো নিয়া গেল, কিন্তু বিষ্ঠা মাখান বাসন নিয়া গেলে তবে তাহাতে যে খাদ্যই রাখা হইবে তাহাই খাওয়ার অযোগ্য হইবে, বরং পরিত্যাজ্য হইবে।

কথিত আছে, কোন এক বালক তাহার মোল্লা শিক্ষকের জন্য ঘর হইতে ক্ষীর নিয়াছিল। এই বালকের ঘর হইতে পূর্বে কখনো ক্ষীর তো দূরের কথা বাসি রুটিও যায় নাই। তাই ওস্তাদ চমৎকৃত হইয়া বালককে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ তোর মাতার ক্ষীর পাঠাইবার ভাবনা কেমন করিয়া হইল রে?" বালক উত্তর করিল, "মোল্লাজী প্রকৃত কথা এই যে, আমার মা ক্ষীর পাকাইয়াছিলেন, তাহাতে কুকুর মুখ দিয়াছিল; তখন আমার মা বলিলেন, 'যাও, মোল্লাজীকে দিয়া আস।" ইহা শুনিয়া মোল্লাজী অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া বাসন মাটিতে ফেলিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া দিল এবং বলিল, "কম-বখ্‌ত, আমার জন্যই কি তোমার মা কুকুরের উচ্ছিষ্ট রাখিয়াছিল?" বাসন টুক্‌রা টুক্‌রা হইতে দেখিয়া বালক কাঁদিতে লাগিল। তখন মোল্লাজী বলিল, "কাঁদিস্ কেন, বাসনে কুকুর মুখ দিয়াছিল বলিয়া তাহা ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া গিয়াছিল।' বালক বলিল, "আমার ভয় হয় বাড়ী গেলে মা আমাকে বকিবেন, কারণ এই বাসনে আমার মা আমার ছোট ভাইকে প্রস্রাব করান কাজেই এখন এই বাসন ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে মা অসন্তুষ্ট হইবেন।"

নিয়ম ও শর্ত পালন না করিয়া নামায পড়িলেও তদ্রূপ অবস্থাই হয়। প্রকৃত নামায বান্দা এবং খোদার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে। কিন্তু শর্ত এই যে, নামায খোদা ও রসূলের নির্দ্ধারিত যাবতীয় নিয়ম অনুযায়ী সম্পাদিত হওয়া আবশ্যক। কেহ যদি এই শর্তসমূহের প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি না রাখে তবে সে যেন এক অপরিষ্কার বাসন নিয়া খাবার আনিতে গেল। আর কেহ যদি কোন নিয়মের প্রতিই দৃষ্টি না রাখে—যেমন কেহ কেহ যেক্‌রে-এলাহীও করে না, সুন্নতও পড়ে না এবং নামাযের জন্য প্রতীক্ষা করাকেও সময় নষ্ট মনে করে তাহার দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির ন্যায় যে বাসন ছাড়াই খাবার আনিতে যায়। এই অবস্থাতে নিমন্ত্রণ হইতে ফায়দা লাভ করা যায় না। কারণ এই সকল শর্ত ব্যতিরেকে যে নামাযই পড়া হইবে তাহা অপরিষ্কার বাসনে খাদ্য লইবার মত হইবে এবং ঈদৃশ লোকগণ নামায হইতে কোন ফায়দাই লাভ করিতে পারিবে না।

নামাযের সময় ঐশী-প্রেমের খাদ্য বিতরণ করা হয়। এই খাদ্য সে-ই লাভ করিতে পারিবে যে কেবল বাসন লইয়া যাইবে, কেবল তাহা নহে, বরং বিশুদ্ধ ও পরিষ্কার বাসন লইয়া তাঁহার সদনে উপস্থিত হইবে।

অতএব আমি এ বিষয়ের প্রতি বন্ধুগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি বিশেষ করিয়া আমার পরিবারের কোন কোন বালকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। হয়তো তাহাদের কাহারো নিকট ইহা খারাপ বোধ হইতে পারে এবং স্বভাবতই এরূপ নসিহত খারাপ বোধ হইয়া থাকে—এই জন্যই রসূল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, কাহাকেও কোন নসিহত করিতে হইলে (অর্থাৎ ত্রুটি দেখাইয়া দিতে হইলে) নিভৃতে পৃথকভাবে করিবে—কিন্তু যেহেতু আমি তাহাদিগকে নিভৃতে পৃথকভাবেও বুঝাইয়াছি এবং আমি দেখিতে পাইতেছি যে, আমার এই বুঝানের ফলে তাহাদের মধ্যে কোন পরিবর্তন আসিতেছে না। অতএব আমি এখন তাহাদের নাম উল্লেখ করিয়া এইকথা বর্ণনা করিতে চাই।

এইকথা স্মরণ রাখিও যে, বর্তমান সভ্য ও শিক্ষিত জগৎ এই বিষয়গুলির প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে। কিন্তু আমি বলিয়াছি যে, তাহারা নিজেদের কোন জিনিষের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে না। সামান্য সামান্য বিষয়ের ব্যতিক্রম করিতে তাহাদের প্রাণান্ত হয়; যেমন আমি বলিয়াছি যে, ডিনারের সময় কাল কোট পরিয়া যাওয়া প্রত্যেকের জন্যই অত্যাবশ্যকীয় মনে করা হয়। তাহাদের ডিনারের মজলিসে কেহ কাল কোট না পড়িয়া গেলে তাহাদের বড়ই অসম্মান করা হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয়।

একটি নিমন্ত্রণের কথা আমার এখন স্মরণ হইয়াছে। উহা এক ডিনারের নিমন্ত্রণ ছিল। উহাতে যোগদান করিবার জন্য আমাকে নিমন্ত্রণ করা হয়। আমি বলিয়া পাঠাইলাম যে, ডিনারের সময় আমি কাল কোট পরিয়া যাইতে পারিব না। এক পক্ষে তো আমাকেও নিমন্ত্রণে শরীক করা সে ব্যক্তির একান্ত আগ্রহ ছিল, পক্ষান্তরে আমি কাল কোট না পরিয়া নিমন্ত্রণে গেলেও তাহার জন্য বড় বিপদ ও লজ্জার কথা ছিল। অবশেষে নিরুপায় হইয়া সে এই সিদ্ধান্ত করিল যে, কেহই যেন কাল কোট পরিয়া না আসে। এইরূপে নিয়ম ভাংগা যাইবার ভয়ে এই ব্যক্তি নিয়ম উঠাইয়া দিল।

ইউরোপের লোকগণ নিজেদের উপর আরো বহুবিধ বন্ধন স্থাপন করিয়াছে। আমেরিকার এক পত্রিকায় আমি একবার একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। তথায় পুরুষ-স্ত্রী একত্রে নৃত্য করে এবং ইহাতে তাহারা কোন লজ্জা বোধ করে না। পর-পুরুষের সহিত পর-স্ত্রীর নাচ ইউরোপে সম্পূর্ণ বৈধ। তবে তাহারা এই শর্ত রাখিয়াছে যে, এই নাচে স্ত্রী-পুরুষ এর মধ্যে তিন অঙ্গুলি ব্যবধান থাকা চাই। তদপেক্ষা কম ব্যবধান হইলেই আপত্তিকর হইবে। প্রবন্ধ-লিখক—যিনি আমাদের দৃষ্টিতে তো জ্ঞানী ব্যক্তিই ছিলেন, কিন্তু নিজ জাতির লোকদের দৃষ্টিতে বেকুফ ও আহমক ছিলেন—এই বিষয় নিয়া বড়ই হাস্য করিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন, "এই তিন অঙ্গুলি ব্যবধানের উপর যে এত জোর দেওয়া হয় ইহার সার্থকতা কি। তিন অঙ্গুলি ব্যবধান হইলেই সভ্যতা বজায় থাকে এবং আড়াই অঙ্গুলি ব্যবধান হইলেই সভ্যতা বিনষ্ট হয়—ইহার কারণ কি?" যাহা হউক, ইহা তাহাদের মধ্যে এক প্রচলিত রীতি, তাহারা ইহা পালন করে এবং প্রত্যেকেই ইহাকে অতি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে।

এইরূপে "তের" সংখ্যাটি ইংরাজদের মধ্যে বড়ই অশুভ বিবেচনা করা হয়। হযরত মসীহর (আঃ) বার জন সাহাবী ছিলেন এবং ত্রয়োদশ ব্যক্তি তিনি স্বয়ং ছিলেন। তাহাদের মধ্যেই এক জন হযরত মসীহকে কয়েক টাকার জন্য ধরাইয়া দিয়াছিল। তাই সেই সময় হইতে এই 'তের' সংখ্যাকে ইংরাজদের মধ্যে অশুভ মনে করা হয়। তাহাদের মধ্যে

(অবশিষ্টাংশ ৭-এর পাতায় দেখুন)

গোসম্পদ-গোমাংস ও পশু কুরবানী

—আহমদ তৌফিক চৌধুরী

গোসম্পদ মানুষের একটি বড় সম্পদ। স্থান, কাল ভেদে এই সম্পদ নানা ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে মানুষের স্বার্থে। হাল-চাষ, দুগ্ধ-খাদ্য এমনকি এর মল-চর্ম পর্যন্ত মানব জাতির কল্যাণে নিয়োজিত।

প্রাচীন ভারত (উপমহাদেশ) ছিল একটি কৃষি নির্ভর দেশ। তাই এদেশে পশু সম্পদ ছিল সোনার চাইতেও মূল্যবান। গোদান ছিল একটি বিরাট পুরস্কার। ব্রাহ্মণদেরকে গোদান করা ছিল মহাপুণ্যের বিষয়। ঋক্ বেদে ইন্দ্রের জন্য খাদ্যরূপে গোদানের কথা আছে (১০/৮৬/১৪ ও ১৩)। সুসন্তান লাভের জন্য গোমাংস ভক্ষণ অতি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থারূপে স্বীকৃত হয়েছে (বৃহদারণ্য কোপনিষদ, ৬/৪/১৮) অতিথির জন্য গোহত্যা করা হয় বলে তাকে গোঘ্ন বলে (পানিনি সূত্র, ৩/৪/৭৩)।

কিন্তু এই সম্পদ যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে এবং এর উন্নয়ন যথাযথ না হওয়ার ফলে; এমনকি রাজাদের খ্যাতি ও বিলাসের জন্য গোমেধযজ্ঞ অনুষ্ঠানে হাজার হাজার গরু নিধনের ফলে এই সম্পদের ভয়ানক অভাব দেখা দেয়। ফলে আইন করে গোবধ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এই নিষেধই পরবর্তীকালে ধর্মীয় বিধান রূপে পালিত হয়। রাজার আইন গোপনে লঙ্ঘন করা যায় কিন্তু ধর্মের নামে কোন বিধি-বিধান চালু হলে তা পাপের ভয়ে ধার্মিক মানুষ লঙ্ঘন করে না। এ ক্ষেত্রে তাই হল। কোন খাদ্য বংশপরম্পরায় না খাওয়ার ফলে অখাদ্যে পরিণত হল। বর্তমান ভারতে গোহত্যা নিষিদ্ধ। গোরক্ষা করতে গিয়ে ভারতে বহু বার নর হত্যাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বর্তমান যুগ যান্ত্রিক সভ্যতার যুগ। শ্রমের রূপ পরিবর্তিত হয়েছে। কায়িক শ্রম এখন যন্ত্রের দ্বারা সম্পাদিত হয়। হাল চাষ হচ্ছে ট্রাকটার, পাওয়ার টিলার দ্বারা। পৃথিবীর বহুদেশে এখন আর গরু বা ঘোড়া বা মহিষ দ্বারা চাষাবাদ করা হয় না। ফলে একমাত্র দুধ এবং মাংস ছাড়া ঐ সব দেশে অন্য কোন ক্ষেত্রে গোসম্পদ ব্যবহৃত হচ্ছে না। গাভী দুধের জন্য ব্যবহৃত হয় আর ষাঁড় বলদ যায় খাদ্য তালিকায়। ভারতেও ষাঁড় বলদ এখন উদ্বৃত্ত। তাই তা পাচার হয়ে বেআইনী পথে পার্শ্ববর্তী দেশে চলে যায়। বার জুন, ১৯৯১ সংখ্যা 'আজকের কাগজ' পড়ে জানলাম, "শ্রীলঙ্কায় ১৯৫০ সালে পাঁচ লক্ষ অকর্মণ্য মোষ (ওখানে মোষ বধও ধর্মতঃ নিষিদ্ধ—লেখক) নিয়ে রাষ্ট্রীয় সমস্যা দেখা দিয়ে ছিল। অগত্যা এদের সদ্গতি হয়েছিল মাংসাসী জনপদে চালান দেবার ব্যবস্থা করে। এক কথায় যান্ত্রিক উন্নতির সাথে সাথে ষাঁড়-বলদ জাতীয় পশু সম্পদ একমাত্র খাদ্য ছাড়া আর কোন কাজে ব্যবহৃত হতে পারে না। প্রজননের জন্য অল্প সংখ্যক ষাঁড়ই যথেষ্ট।

তবে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা ভিন্ন। এখানে গোসম্পদের তীব্র অভাব। গত বৎসর সামুদ্রিক ঝড়ে বিনষ্ট হয়েছে প্রায় বার লক্ষ গবাদি পশু। বিদেশ থেকে আগত রিলিফ দিয়ে অনেক কিছুই পূরণ করা হচ্ছে, কিন্তু রিলিফ রূপে কোন গরু এযাবৎ আসেনি। চাষ কার্যে ব্যবহার করা যায় এমন যন্ত্রও সাহায্য স্বরূপ পাওয়া যায়নি। এ ব্যপারে সরকারের পক্ষ থেকে আবেদন জানান যেতে পারে।

বহুদিন থেকে বাংলাদেশে সপ্তাহে দুই দিন মাংসশূন্য দিবসরূপে পালিত হয়ে আসছে। প্রয়োজনে এই পরিস্থিতিতে দুইদিন স্থলে তিনদিন করা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, এর ফলাফল অনেকটা শহর এলাকাতেই সীমাবদ্ধ। যদিও শহরের পরিধি এখন উপজেলা পর্যন্ত বিস্তৃত।

কেউ কেউ বলছেন ঈদুল আযহার গরু কুরবানী না দিয়ে ঐ টাকায় ঝড় প্লাবনে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় বিতরণ করা হোক। অবশ্য এরা মাংসশূন্য দিবসের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আবেদন পেশ করেন নি। এক বা দুই মাসের জন্য গরু যবাই করা থেকে বিরত থাকতেও পরামর্শ দেন নি। তারা শুধু ঈদুল আযহার কুরবানীর বিষয়েই বক্তব্য রেখেছেন। আযহা অর্থ পশু। অর্থাৎ এই ঈদের সংগে পশু কুরবানী অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। একটি গরু সাত জনে মিলে কুরবানী করা যায়। সবল, সুস্থ (গর্ভবতী বা দুগ্ধবতী নয়) প্রাপ্ত বয়স্ক গরু কুরবানীর নিয়ম। যথেচ্ছ পশু বধ নিষিদ্ধ। মহানবী (সাঃ) তাঁর এবং তাঁর পরিজনের পক্ষ থেকে মাত্র একটি ছাগল বা দুম্বা কুরবানী করতেন। আরব দেশে গরু কুরবানীর প্রচলন অত্যন্ত কম। উট আর দুম্বাই (বিশেষ মেষ) সাধারণতঃ যবাই করা হয়। আমাদের দেশের মত কুরবানী নিয়ে প্রতিযোগিতা হয় না। গরীব বাংলাদেশে সম্পদশালী ব্যক্তিরা বড় বড় ষাঁড় বেশী বেশী টাকায় খরিদ করে কুরবানী করেন। পত্রিকায় ঐসব পশুর ছবি ছাপা হয়। খরিদ্দারের নাম ছাপা হয়। ফলে প্রতিযোগীরা উৎসাহিত হন। উল্লেখ্য যে, পরিবারের সকলের নামে কুরবানী দেয়ার কোন নির্দেশ নেই। পরিবারের পক্ষ থেকে একটি ছাগল অথবা গরুর সাত ভাগের একভাগ কুরবানী করলেই যথেষ্ট। এতেই কুরবানীর দায়িত্ব আদায় হয়ে যায়। বিষয়টি সম্বন্ধে এক চোখা দৃষ্টির ফলেই ভুল বুঝা বুঝির সৃষ্টি হয়েছে! সঠিকভাবে ঈদে কুরবানী করলে ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। ঈদের পর বাজারে মাংস বিক্রি প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ঈদের পর সপ্তাহ কাল পর্যন্ত খুব অল্প সংখ্যক পশু যবাই হয়। এমন কি ঐ সময় মোরগ এবং মাছও কম বিক্রি হয়। ঈদের মাংস যারা ফ্রিজে সংরক্ষণ করেন তারা দীর্ঘ দিন বাজার থেকে আর মাংস খরিদ করে না। প্রাচীন কালে আরবে ঈদের এবং হজ্জের পর তিন দিন মাংস শুকিয়ে নিত। তাই ঐ তিন দিনকে বলা হয় 'আইয়ামে তশরিক' বা গোশ্‌ত শুকাবার দিনসমূহ। যাইহোক নানা কারণে ঈদের দিনে ব্যাপক পশু বধ অনেকাংশে পুষিয়ে যায় অবশ্য তাতে যদি বাড়াবাড়ি না থাকে। এখন আমি ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে পশু কুরবানীর ব্যাপারে দেশবাসীর সম্মুখে কতিপয়

প্রস্তাব বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করতে চাই। উল্লেখ্য যে, কুরবানী অর্থ পশু বধ নয়। কুরবানী 'কুরব' শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এর অর্থ নৈকট্য। উপাসনা বা উপবাস এবং কুরবানী একই অর্থ। স্রষ্টার নৈকট্য লাভের জন্য যা করা হয় তাই কুরবানী। আমার প্রস্তাবগুলি হল,—

(১) বিদেশের কাছে গবাদি পশু রিলিফ দ্রব্য হিসাবে চাওয়া হোক। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় যন্ত্র চালিত চাষাবাদের উপকরণ দেয়া হোক।

(২) প্রয়োজনের অতিরিক্ত পশু কুরবানী না করা হোক। একটি গরু সাতটি পরিবার থেকে কুরবানী করা হোক। গরুর পরিবর্তে খাসী কুরবানী করাই উত্তম। উল্লেখ্য যে, খাসী একমাত্র খাদ্য ছাড়া অন্য কোন কাজে লাগে না।

(৩) চামড়ার মূল্যের একটি অংশ ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে বিতরণ করা হোক। সম্ভব হলে ঐ এলাকায় মাংসও প্রেরণ করা হোক।

(৪) ঈদের পর একমাস কাল বাজারে গরুর মাংস বিক্রি বন্ধ করা হোক। কোন কারণে গো-সম্পদ নষ্ট হলে দুই দিন স্থলে তিন দিন মাংস শূন্য দিবস পালন করা হোক। উল্লেখ্য যে, গরু খাওয়া বৈধ তবে ফরয বা বাধ্যতামূলক নয়। ভারতে অধিকাংশ স্থানে মুসলমানরা ছাগলই কুরবানী দিয়ে থাকে।

(৫) গবাদি পশুর উন্নয়নে সরকারী প্রচেষ্টার সংগে সংগে বেসরকারী সংস্থাগুলিকে এগিয়ে আসতে হবে। ঈদের দাবী 'ভাল পশু'। অতএব, যারা ঈদ পালন করেন তাদেরও কর্তব্য ভাল পশু উৎপাদনে সহায়তা করা। এক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছিলেন, "পুত্র কুরবানীর পরিবর্তে পশু কুরবানী দেয়া হয়। তাই পশুকেও পুত্রবৎ লালন করতে হবে।"

(৬) ঈদ উৎসবে বাহুল্য খরচ কমিয়ে রিলিফ ফাণ্ডে দান করতে হবে। স্ত্রী, পুত্র কন্যা এবং নিজের জন্য অতিরিক্ত দামী বা অপ্রয়োজনীয় নূতন কাপড় না কিনে সেই টাকা অসহায় মানুষকে প্রদান করা হোক। যারা কুরবানী না দিয়ে ঐ টাকা রিলিফ ফাণ্ডে দেয়া হোক বলে প্রস্তাব দিয়েছেন, তারা ভুলে বা ইচ্ছাকৃতভাবে এই দিকগুলি বাদ দিয়ে গেছেন। তাই সার্বিক ভাবে বিবেচনার প্রয়োজন। ধর্মের পক্ষে বা বিপক্ষে কোন ক্ষেত্রেই গোঁড়ামি বাঞ্ছনীয় নয়।

"আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের সাত শত আদেশের এক ক্ষুদ্র আদেশকেও লঙ্ঘন করে সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে। প্রকৃত এবং পূর্ণ মুক্তির পথ কুরআন শরীফই উন্মুক্ত করিয়াছে এবং অবশিষ্ট সকল গ্রন্থই উহার প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ ছিল।" (আমাদের শিক্ষা) —হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

হাদীসুল মাহ্‌দী

('কাদিয়ানী রদ' পুস্তকের জবাবে)

আল্লামা জিল্লুর রহমান (রহঃ)

(২২ ও ২৩শ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ

সর্বসাধারণের মধ্যে এই মতটাই অধিকতর প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে যে, ইমাম মাহদী ও মসীহ্ দুই জন একই সময়ে হইবেন। আবার কোন কোন রেওয়ায়াতে, মাহদী ও মসীহ একজনেরই দুই নাম।

لاالمهدى الا عيسى ابن مريم (ابن ماجه)

"মসীহ ব্যতীত আর কোন মাহদী নাই"। (ইবনে মাজা)

يوشك من عاش منكم ان يلقى عيسى ابن مريم
امامًا مهديًا حكمًا عدلًا (مسند امام احمد بن حنبل)

"তোমাদের মধ্যে ভবিষ্যতে যাহারা (আধ্যাত্মিক ভাবে) জীবিত থাকিবেন তাহারা দেখিতে পাইবেন, ঈসা ইবনে-মরিয়ম ইমাম মাহদীকে ন্যায়-বিচারক মীমাংসাকারী রূপে।"

আবার কোন কোন রেওয়ায়াতে মসীহ ও মাহদী দুই জন দুই সময়ে হইবেন আসিয়াছে।

كيف تهلك امة انا اولها والمهدى وسطها والمسيح اخرها

"কেমন করিয়া ধ্বংস হইবে সেই উম্মত যাহার প্রথমে আমি ও মধ্যভাগে মাহদী ও শেষ ভাগে মসীহ থাকিবেন?" (মিশকাত)

অতএব, ইমাম মাহদী ও মসীহ দুইজন একই সময়ে হইবেন ও দুই জন মিলিয়া তরবারীর যুদ্ধ করিয়া কাফের বধ করিবেন; এই কথাও একটা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নহে, এবং এই কথার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিত হইয়া বসিয়া থাকা যায় না।

(২)

আল্লাহ্ ও রসূলের বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইবার পূর্বে সেই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রকৃত মর্ম বুঝিতে মানুষ প্রায়ই ভুল করিয়া থাকে। এই ভুলের জন্যই ভবিষ্যতে আগমনকারী মহাপুরুষ সম্বন্ধে কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়। আগন্তুক মহাপুরুষগণ সেই ভুল ধারণা অনুসারে আসেন না বলিয়াই তাহারা আল্লাহ্‌র প্রেরিত মহাপুরুষগণকে বারে বারেই প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।

কুরআন শরীফের নিম্নোক্ত আয়াতের মধ্যে—আল্লাহ্‌তা'লা এই সত্যই ব্যক্ত করিয়াছেন—

لقد اخذنا ميثاق بنى اسرائيل وارسلنا اليهم
رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا
كذبوا وفريقا يقتلون (مائدة) আয়াত—৭১

"আমি নিশ্চয়ই বনী-ইস্‌রাঈলের নিকট হইতে প্রতিজ্ঞা লইয়াছিলাম এবং তাহাদের নিকট আমি রসূলগণ পাঠাইয়াছিলাম। যখনই তাহাদের নিকট আমার রসূল আসিয়াছেন, তাহাদের মনোগত ধারণা মতে আসেন নাই বলিয়া তাহাদের একদল মিথ্যা মনে করিয়াছে, আর একদল যুদ্ধ করিয়াছে।"

এই আয়াতে যে সাধারণ সত্য ব্যক্ত করা হইয়াছে, তাহা শুধু বনী ইস্‌রাঈলের জন্য নহে। বস্তুতঃ সর্ব কালেই—যখন আল্লাহ্‌র কোন রসূল আসিয়াছেন, এবং তাঁহার মধ্যে জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ধারণাসমূহ সম্পূর্ণরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে নাই, তখন একদল তাঁহাকে অবহেলা করিয়াছে, আর একদল তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে।

গত তের শত বৎসরে মুসলমান সমাজে যে সকল মুজাদ্দিদ, 'গাওস, কুতুব, অলী-দরবেশ আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে সমসাময়িক মুসলমানগণ প্রায় সকলকেই অগ্রাহ্য করিয়াছে। ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমনও এই নিয়মের বহির্ভূত হইতে পারে না।

ইমাম মাহদী (আঃ) সম্বন্ধেও এই ভবিষ্যদ্বাণী আছে যে,

چون مهدی علیه السلام مقاتله بر احیاء سنت
و اماتت بدعت فرمائد علماء وقت که خوگر تقلید
فقهاء و مشائخ و آباء خود باشند گویند این مرد خانه
بر انداز دین و ملت ماست و بمخالفت بر خیزند و بحسب
عادت خود حکم بتکفیر و تضلیل وی کنند (حجج الکرامه ۳۶۳)

"যখন মাহ্‌দী আলায়হেস সালাম সুন্নত কায়েম করিবার ও বেদাত মিটাইবার জন্য সংগ্রাম করিবেন, তখন পীর, ফকীহ ও পিতৃ পুরুষদের অন্ধ অনুকরণে অভ্যস্ত সেই সময়ের আলেমগণ বলিবে যে, এই ব্যক্তি আমাদের ধর্ম নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে; এবং এই বলিয়া তাহারা শত্রুতা করিতে বদ্ধ পরিকর হইবে এবং তাঁহাকে কাফের ও গোমরাহ মনে করিয়া ফতওয়া দিবে।"

সুতরাং কোন ধর্মভীরু লোকের পক্ষে মৌলবী-মৌলানাদের বিরুদ্ধাচরণ দেখিয়াই মাহদী (আঃ)-কে মিথ্যা বলিয়া সাব্যস্ত করা উচিত নহে।

(৩)

রেওয়ায়াতের দিক দিয়া কোন কোন ভবিষ্যদ্বাণীমূলক হাদীস সহী হওয়া সম্বন্ধে প্রমাণের অভাব থাকিলেও যদি সেই ভবিষ্যদ্বাণী, হাদীসের মর্ম অনুযায়ী পূর্ণ হয়, তাহা হইলে পূর্ণ হওয়ার পর সেই হাদীসটি সহী হওয়া সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

বর্তমান তওরাত ও ইঞ্জিল কিতাবে উল্লিখিত বহু ভবিষ্যদ্বাণী আঁ-হযরত (সাঃ)-এর আগমনে পূর্ণ হইয়াছে। আমরা ঐ সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলিকে শুধু এই জন্য মিথ্যা বলিতে পারি

না যে, বর্তমান তওরাত ও ইঞ্জিল কেতাবে অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন হইয়াছে—তওরাত ও ইঞ্জিল কিতাব বিশ্বস্ত রাবীদের রেওয়ায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে।

কুরআন শরীফ তওরাত ও ইঞ্জিল কিতাবের এই রকম রেওয়ায়াতকে সহী বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন যথা—

الذين يتبعون الرسول الامى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل (اعراف ع ١٩)

য"াহারা উম্মী রসূলের অনুসরণ করে যে রসূলের কথা তাহাদের কাছে তওরাত ও ইঞ্জিল কিতাবে লিখিত আছে—দেখিতে পাইতেছে......"

(৪)

কোন কোন হাদীস রেওয়ায়াতের দিক দিয়া সহী বলিয়া সাব্যস্ত হইয়া থাকিলেও সেই হাদীসের মর্ম যদি কুরআন শরীফের কোন প্রকাশ্য উক্তির বিরুদ্ধে হয়, তাহা হইলে মনে করিতে হইবে, যে, হাদীসটির প্রচলিত অর্থ ঠিক নহে। সেই হাদীসের মধ্যে কোন শব্দ প্রক্ষিপ্ত বা পরিবর্তিত হইয়া উহার মর্ম বিকৃত হইয়াছে। আর যদি কোন প্রকারেই কুরআনের উক্তির সহিত সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব না হয় তবে সেই হাদীসকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। কারণ সেই হাদীস সহী নহে, কিংবা সেই হাদীসের এমন অর্থ সহী নহে, যাহা কুরআন শরীফের বিরুদ্ধে যাইতেছে। যথা—

فبای حدیث بعدالله و ایاته یومنون (جاثیا ع ١)

আল্লাহ ও আল্লাহর আয়াতের বিরুদ্ধে কোন্ কথাকে বিশ্বাস করিতে পারে ?"

(৫)

আল্লাহ্‌র রসূলগণ নিজ নিজ উম্মতের ভবিষ্যৎ উন্নতি ও সঙ্কট সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র নিকট হইতে সংবাদ প্রাপ্ত হন, এবং নিজ নিজ উম্মতকে এই সকল সংবাদ জ্ঞাত করেন। হযরত রসূলে করীম (সাঃ) ও নিজ উম্মতের ভবিষ্যৎ এবং জগতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বহু ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন। এই উম্মতের উত্থান-পতনের কথা, এই উম্মতের সিদ্ধ মহা-পুরুষগণের কথা, এই উম্মতের কীর্তিমান বিজয়ী রাজ-পুরুষগণের কথা, এই উম্মতের শ্রেষ্ঠতম বৈরীগণের কথা, যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা এবং কেয়ামত পর্যন্ত বড় বড় ঘটনাবলীর কথা হুযূর (সাঃ) বলিয়া গিয়াছেন।

অ"া-হযরতের এই শ্রেণীর ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে কোন সিদ্ধ মহা-পুরুষ, বিজয়ী বাদশাহ, ন্যায়পরায়ণ রাজ-পুরুষের কথা দেখিলেই অথবা কোন বিশিষ্ট খলীফার কথা পাঠ করিলেই তাঁহাকে একমাত্র প্রতিশ্রুত মাহদী মনে করা উচিত নহে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, আমাদের এই যমানার এবং মধ্যবর্তী যুগের কোন কোন আলেম এই প্রকারের মস্ত বড় ভুল করিয়াছেন।

বিভিন্ন আগন্তুক সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাণীগুলিকে একই ব্যক্তির উপর আরোপ করিতে যাইয়া এক দিকে যেমন প্রতিশ্রুত মহপুরুষ সম্বন্ধে এক দুর্বোধ্য প্রহেলিকার সৃষ্টি করিয়াছেন, আর এক দিক দিয়া রসূলে করীম (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক হাদীসগুলিকে হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিয়াছেন।

পরস্পর বিরোধী ভবিষ্যদ্বাণীগুলিকে একই মাহদীর জন্য বলা হইয়াছে মনে না করিয়া তাঁহারা যদি অতীত মুসলিম জগতের ইতিহাস অনুসন্ধান করিতেন ও ভবিষ্যতের জন্য প্রতীক্ষা করিতেন, তাহা হইলে হাদীসের অমর্যাদাকর এরূপ দুর্বোধ্য প্রহেলিকার সৃষ্টি হইত না।

অতীত ও ভবিষ্যতের ঘটনাবলী এই প্রহেলিকার সমাধান করিয়া দিত।

বস্তুতঃ, ইস্‌লামের মুহাক্কেক আলেমগণ মাহদী সম্বন্ধীয় বিভিন্ন হাদীসগুলিকে একই ব্যক্তির উপর আরোপ করেন নাই। তারিখুল-খুলাফা নামক বিখ্যাত গ্রন্থে হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযকেও একজন মাহদী বলা হইয়াছে।

او كان فى هذه الامة مهدى فهو عمر بن عبدالعزيز

"এই উম্মতে যদি কোন মাহদী থাকিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি উমর-ইবনে আবদুল আযীয।"

হাদীস শাস্ত্রে অভিজ্ঞ আলেম মাত্রই অবগত আঁ-হযরত (সাঃ) একাধিক মাহদীর কথা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন। খুলাফায়ে-রাশেদীন সম্বন্ধেও আঁ-হযরত (সাঃ) মাহদী হইবেন বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন।

عليكم بسنتى و سنة خلفاء الراشدين المهديين

"তোমরা আমার সুন্নত ও খুলাফায়ে-রাশেদীন—মাহদীগণের সুন্নতের অনুসরণ করিও।"

অতএব হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ), হযরত উমর ফারুক (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ) ও এক একজন মাহদী ছিলেন। তদ্রূপ খলীফা উমর-ইবনে-আবদুল আযীযও একজন মাহদী ছিলেন।

সুতরাং হাদীসের কিতাবে মাহদী সম্বন্ধীয় কোন লক্ষণ দেখিলেই আমরা বলিতে পারি না যে, এই লক্ষণ আখেরী যমানার প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আঃ)-এর জন্য বলা হইয়াছে।

অবশ্য প্রতিশ্রুত মসীহ মাহদী (আঃ)-এর দাবী আলোচনা করিতে আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, মাহদী সম্বন্ধে যত লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে তন্মধ্যে কোন কোন লক্ষণ আলোচ্য দাবীকারকের মধ্যে পাওয়া যায় কি না?

সবগুলি লক্ষণ এই একই মাহদী—প্রতিশ্রুত মসীহ-মাহদী (আঃ)-এর মধ্যে তালাশ করা মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

আল্লাহ্ ও রসূলের কালামে অনেক সময় অল্প কথায় অনেক অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য রূপক বা অলংকারের ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহাকে আরবী ভাষায় استعارة (এস্তেআরা) বলা হয়। দুনিয়ার যাবতীয় শ্রেষ্ঠ লেখকের ভাষায় "এস্তেআরা" বা রূপকের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং সমস্ত জ্ঞানের উৎস আল্লাহ্ ও রসূলের বাণী যে গভীরতা ও জ্ঞানের দিক দিয়া অনুপম হইবে এবং তাহাতে যে রূপক ও অলংকারের ব্যবহার বিশেষ ভাবে বিদ্যমান থাকিবে তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

من كان فى هذه اعمى فهو فى الاخرة اعمى

"যে ব্যক্তি এই দুনিয়াতে অন্ধ, সে পরজগতেও অন্ধ হইবে।" এই কথায় কেহ জড় চক্ষুর অন্ধত্ব বুঝিবে না।

মসীহ মাওউদ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) সম্বন্ধেও যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী আছে তাহাও এই সাধারণ নিয়মের অধীন। এই সকল ভবিষ্যদ্বাণীতে যে সকল استعارة 'এস্তেআরা' বা রূপকের ব্যবহার হইয়াছে, আমাদের মৌলবী মৌলানা সাহেবান উহার অর্থ করা সম্বন্ধে আল্লাহ্ ও রসূলের বাণীর মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য যতদূর গভীর দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক ছিল তাহা তাহারা দেন নাই। তাহারা এই সকল ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে যেখানে কোন রূপক ও অলংকারের ব্যবহার হইয়াছে, সেইখানেই ধাতুগত অর্থ করিয়া বিষয়টাকে আরব্য উপন্যাসের মন ভুলানো গল্পের মত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহা বাস্তব জগতে ঘটিবার নহে, ইহা শুধু অবসর সন্ধ্যায় শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ের বিলাসিতার কাজে ব্যবহার হইতে পারে। (ক্রমশঃ)

ইসলামে তালাকের সঠিক পদ্ধতি

আলহাজ্জ মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক
সদর মুরব্বী

ইসলাম ধর্ম বলতে কিয়ামত অবধি সকল যুগের সকল শ্রেণীর সকল মানবজাতির জন্য একটি কল্যাণজনক পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান বুঝায় যার প্রত্যেকটি হিকমতপূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ আদেশ নিষেধ পালন করলে পরস্পর প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা, হৃদ্যতা, সহানুভূতি ও শান্তি স্থাপন হয় মানুষের মনে,, গৃহে সমাজে এবং দেশে। এই জন্যই আস্‌সালাম (শান্তির উৎস) খোদা এই ধর্মের নাম করণ করেছেন আল ইসলাম অর্থাৎ আগাগোড়া ও আপাদ-মস্তক শান্তির ধর্ম। তাই আমরা বলবো, ইসলামের প্রতি আরোপিত প্রত্যেক প্রদ্ধতি ও প্রথা যদ্বারা মানুষের মনে, গৃহে ও সমাজে অশান্তির আগুন জ্বলে উঠে উহা আদৌ ইসলাম ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না।

এস্থলে আমরা ইসলাম এবং মানুষের বৈবাহিক জীবনের একটি অবাঞ্ছিত দিক 'তালাক' নিয়ে আলোচনা করবো। এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন এই কারণে হয়ে পড়েছে যে, আমাদের সমাজে ধ্বজাধারী এক শ্রেণীর মুসলমান তালাক সম্বন্ধে কুরআন ও নির্ভরযোগ্য হাদীসে বর্ণিত পদ্ধতি পরিহার করে সরল প্রাণ মুসলমানদিগকে একই মুহূর্তে তিন তালাক তথা বাইন তালাক দেওয়ার এমন পদ্ধতির দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছেন যা একদিকে অনৈসলামিকও বটে এবং অপরদিকে মা'সূম (নিষ্পাপ) সন্তান-সন্ততিদের দ্বারা হাসি খুশীতে আবাদ ঘরকে দেখতে দেখতে কান্নাকাটির মধ্য দিয়ে বিরান করে দেয়। এই দৃশ্য এতই করুণ হয় যে, পাষাণ অন্তরও বিদীর্ণ হয়ে পড়ে। কিন্তু ইসলামের ধ্বজাধারী ফতওয়াবাজগণ ক্ষণিকের জন্যও চিন্তা করেন না যে, প্রেম-প্রীতি, সহানুভূতি ও শান্তির প্রতীক ইসলাম ধর্ম কি নিজ সুন্দর শিক্ষা ভুলে গিয়ে ফুলে-ফলে সুশোভিত চমৎকার বাগানকে দেখতে দেখতে ছেলে খেলার ন্যায় ধ্বংস করে মনে, গৃহে, সমাজে অশান্তির আগুন জ্বালাতে পারে? কখনও না; বরং বলতে হবে ইসলামের প্রতি আরোপিত এইরূপ অশান্তির পদ্ধতি ইসলাম ধর্মের অন্তর্গত হতে পারে না।

তালাক পদ্ধতি সম্বন্ধে কথা শুরু করার আগে আমরা অতি সংক্ষেপে ইসলামী বিবাহ পদ্ধতির পবিত্রতা ও গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু আলোচনা করে নেই। বস্তুতঃ ইসলামে বিবাহ বাঁধনকে পবিত্র ও প্রীতিসুলভ এবং স্থায়ী বাঁধন বলে গণ্য করা হয়েছে যা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রথমে নিগূঢ় প্রেম ও ভালবাসার মধ্য দিয়ে সংস্থাপিত হয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে ক্রমান্বয়ে গাঢ় হতে গাঢ়তর রূপ ধারণ করে পারস্পরিক সহানুভূতি, দুঃখানুভূতি ও দয়ামায়া এবং রহমতে পরিণত হয়ে যায়; যেমন আল্লাহ্‌ ইরশাদ করেছেন:

و من ايٰته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة و رحمة ط ان فى ذلك لايت لقوم يتفكرون ٥

অর্থাৎ তাঁর নিদর্শনসমূহ হতে ইহাও একটি নিদর্শন যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য হতে স্ত্রীগণ সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা তাদের নিকট প্রশান্তি লাভ করতে পার; এবং তিনি তোমাদের মধ্যে প্রেম-প্রীতি ও দয়া-মায়া সৃষ্টি করেছেন; নিশ্চয় এর মধ্যে চিন্তাশীল জাতির জন্য অনেক নিদর্শন আছে (রূম ২২: আয়াত)

খুশী ও মধুর এবং শান্তিপূর্ণ দাম্পত্য জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন যে, তোমরা শারীরিক সৌন্দর্য, বংশগৌরব ও ধন-দৌলতের প্রাচুর্যের তুলনায় নারীর দীনদারী ও চারিত্রিকগুণকে প্রাধান্য দিও (বুখারী: কিতাবুন্ নিকাহ)। হুযুর (সাঃ) আরো বলেছেন, لا نكاح الا بولى অর্থাৎ ওয়ালী বা অভিভাবক ছাড়া বিবাহ (সিদ্ধ) হয় না (বুখারী: কিতাবুন নিকান্) নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন যে, তোমরা বিবাহের ঘোষণা করবে আর মসজিদে করবে এবং তাশাহুদ সহ তিনটি বিশেষ আয়াত সম্বলিত খুৎবা পড়বে; বিবাহের ঘোষণার পর (অবস্থা বিশেষে) দফ (এক প্রকার বাদ্য যন্ত্র) বাজাবে (তিরমিযী: কিতাবুন্ নিকাহ) বিবাহের মধ্যে সর্বাধিক বড় শর্ত হল দেন মহর। আল্লাহতা'লা ইরশাদ করেছেন اٰتوا النساء صدقٰتهن نحلة যে, তোমরা স্ত্রীদিগকে স্বেচ্ছায় দেন মোহর দিয়া দিও। (৪:৫)

অতএব, ইসলামী বিবাহ দ্বারা সেই বিবাহ বুঝায় যা ধর্মীয় ভিত্তিতে চিন্তা ভাবনা করে অভিভাবক ও মুরব্বীগণের সংগে পরামর্শ করে এবং অনেক দোয়া ও ইস্তেখারা করে মসজিদে পবিত্র মহফিলে ঘোষণা করা হয় এবং দেন মোহর ধার্য ও ঘোষণা করা হয়। বিবাহে আবদ্ধ হওয়ার সময় এই পবিত্র ভাব ও উদ্দেশ্য সামনে রাখতে হবে যে, محصنين غير مسٰفحين অর্থাৎ পবিত্রতা অর্জনের জন্য বিবাহ করবে, অবৈধ কাম চরিতার্থে নয় (৪:২৫)।

বস্তুতঃ ইসলামী বিবাহের পিছনে মানুষের শারীরিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ ও ও উন্নতি সাধন গাম্ভীর্য অর্জণ সামাজিক শান্তি শৃংখলা এবং প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন এবং বিশেষ করে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের এই আদেশ পালন নিহিত থাকে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র রং ও তাঁর আচরণ অবলম্বন কর; তাই ইসলামে ভাবাবেগে বিবাহ করাও নিষিদ্ধ এবং বিবাহ ভাঙ্গাও নিষিদ্ধ বরং ঠাণ্ডা মাথায় ও সুস্থ চিন্তা ভাবনার মধ্য দিয়েই উভয় কাজ সমাধা করার জন্য আদেশ রয়েছে। যেরূপভাবে বিবাহ করতে গেলেও অনেক স্তর অতিক্রম করতে হয় তদ্রূপ উহা ভাবতে গেলেও অনেক স্তর অতিক্রম করতে হয়; বরং এই পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ বাঁধন যাতে যথা সম্ভব, না ভাঙ্গে তার জন্য ইসলাম পদে পদে আওতা ও সীমা এবং বাধাবিপত্তি খাড়া করেছে। বিবাহ ভাংগনকে ইসলাম পরিভাষায়

তালাক বলা হয়েছে। তালাক সম্বন্ধে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন :

ابغض الحلال الى الله الطلاق

অর্থাৎ হালাল জিনিসের মধ্যে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তালাক হচ্ছে সর্বাধিক ঘৃণিত জিনিস (আবু দাউদ)। অতএব যদি কোন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্যের কারণে গৃহে ও সমাজে ঝগড়া-ঝাটি, বিবাদ-বিসম্বাদের আগুন জ্বলে উঠে এবং দুই পক্ষেরই মুরব্বীগণের আপোষ মীমাংসা করিয়ে দেয়ার চেষ্টার পরও যদি উহা নিভানোর কোন উপায় না থাকে, কেবল সেই অবস্থায় কতকগুলি শর্ত পালনের ও স্তর অতিক্রমের ভিতর দিয়ে তালাকের একটি সরু পথ ইসলামে রাখা হয়েছে, কিন্তু বস্তুতঃ ইহার প্রতিও ঘৃণা এবং ধিক্কার প্রকাশ করা হয়েছে। এই সরু পথটি যেন কোন বদরাগী ও ক্রোধান্ধ, খাম খেয়ালী ও উন্মাদ ব্যক্তি ক্রোধ এবং উন্মত্ততার বশবর্তী হয়ে মুহূর্তের মধ্যে শিশু ও মা'সূম বাচ্চাদের সোনার সংসার বিরান না করতে পারে, বরং যা কিছু করে তা ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে বারে বারে চিন্তা করে; এর জন্য প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌ যথেষ্ট সময় ধার্য করেছেন; ইরশাদ হচ্ছে :

و المطلقت يتربصن بانفسهن ثلثة قروء ط ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله فى ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن فى ذلك ان ارادوا اصلاحا

অর্থাৎ যে সকল স্ত্রীকে তালাক দেয়া হয় তারা যেন নিজদিগকে তিন ঋতুকাল পর্যন্ত অপেক্ষায় রাখে, এবং যদি তারা আল্লাহ ও পরকালের উপর ঈমান রাখে তারা জেনে রাখুক যে, আল্লাহ তাদের গর্ভাশয়ে যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করা তাদের জন্য বৈধ হবে না; এবং তাদের স্বামীগণ ইহার (অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাহাদিগকে (নিজেদের স্ত্রীত্বে) পুনরায় গ্রহণ করার সমাধিক হকদার হবে, যদি তারা আপোষ মীমাংসা করতে চাহে (সূরা বাকারা : ২২৮ আয়াত)।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'লা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, তালাক দেয়ার সময় স্ত্রী তিন ঋতুকাল পর্যন্ত অর্থাৎ তিন মাস পর্যন্ত স্বামীর ঘরে অবস্থান করবে এবং এই মিয়াদের মধ্যে তৃতীয় তালাক উচ্চারণ না করা পর্যন্ত স্বামী স্ত্রীকে পুনরায় স্ত্রীত্বে গ্রহণ করতে পারবে; এসম্পর্কে আরো ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে :

الطلاق مرتان ص فامساك بمعروف او تسريح باحسان

অর্থাৎ উল্লিখিত তালাক দুইবার (দুই ঋতুতে বা দুই মাসে) দিতে হবে, অতঃপর (তৃতীয় মাসে স্ত্রীকে) ন্যায়সংগতভাবে (স্ত্রীত্বে) রেখে নিতে হবে অথবা (তৃতীয় বার তালাক উচ্চারণ করে) অনুগ্রহ সহকারে তাকে বিদায় দিতে হবে (সূরা বাকারা : ২৩০ আয়াত)

এ সম্পর্কে সূরা তালাকের প্রারম্ভে আরো ইরশাদ হচ্ছে :

يايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة ج
واتقوا الله ربكم ج لاتخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين
بفاحشة مبينة ط وتلك حدود الله ط و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ط

অর্থাৎ হে নবী! যখন তোমরা স্ত্রীগণকে তালাক দাও, তখন তাদিগকে তাদের নির্ধারিত ইদ্দত অনুযায়ী তালাক দাও এবং ইদ্দতকাল গণনা কর, এবং তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর; তাদিগকে তাদের গৃহ হতে বের করে দিও না, এবং তারাও যেন নিজে বের হয়ে না যায় যদি না তারা প্রকাশ্য অশ্লীল কাজ করে; জেনে রেখো, এগুলি আল্লাহর নির্ধারিত সীমা, সুতরাং যে কেহ আল্লাহ্‌র সীমা লঙ্ঘন করে সে আসলে নিজের উপরই যুলুম করে।

কুরআন শরীফের উক্ত আয়াতগুলি দ্বারা স্পষ্ট বুঝা গেল যে, তালাকে বাইন (পূর্ণ ও চূড়ান্ত তালাক) তিন ঋতু বা তিন মাসে দিতে হবে। এক মাসে ও একই সময়ে তিন তালাক কখনও কুরআন স্বীকৃত নহে। ঐ সূরারই পঞ্চম আয়াত দ্বারা এ বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয়ে যায়। ইরশাদ হচ্ছে:

و الئ يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلثة اشهر و الئ لم يحضن ط

অর্থাৎ তোমাদের স্ত্রীগণ হতে যারা ঋতুস্রাব সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে গিয়েছে যদি (তাদের ইদ্দত সম্বন্ধে) তোমরা সন্দেহ কর, তাহলে তাদের ইদ্দতকাল হল তিন মাস, এবং যারা ঋতুবতী হয়নি তাদের জন্যও (এই ইদ্দতই)।

এইরূপে এ শর্তও ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, তালাক দেয়ার সময় স্ত্রীকে অবশ্যই স্বামীর ঘরে থাকতে হবে। আয়াতগুলির সার কথা এই যে, (১) তালাক তিন মাসে দিতে হবে; (২) ঋতুমুক্ত হলে তালাক দিতে হবে; (৩) তালাকের সময় স্বামীর ঘরে স্ত্রীকে থাকতে হবে।

প্রথম মাসে স্ত্রীকে ঘরে রেখে পবিত্র অবস্থায় তালাক দিলে ইহাকে, তালাকে রাজ'য়ী (طلاق رجعى) বলা হয়; অর্থাৎ তালাকে রাজ'য়ীর পর যে কোন সময় বিনা শর্তে স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ কর যাবে। দ্বিতীয় মাসে দ্বিতীয় ঋতুর পর পবিত্র অবস্থায় তালাক দিলে ইহাকেও তালাকে রাজ'য়ী বলা হয় কিন্তু এই শর্তে যে, তাকে পুনরায় দেন মহর নির্ধারিত করে বিবাহ করে বরণ করতে হবে। এই শর্ত এই জন্য যে, চিন্তা করার ব্যাপারে যথেষ্ট সময় থাকা সত্বেও স্বামী গাফিলতি করেছে এমনকি দু'টি মাস পার হয়ে গেছে। তাই সংশোধন করার নিমিত্তে দণ্ডস্বরূপ এই শর্ত রাখা হয়েছে। তৃতীয় মাসে পবিত্র অবস্থায় স্ত্রীকে ঘরে রেখে তালাক দিলে, বুঝা যাবে যে, স্বামীর অন্তরে স্ত্রীর জন্য ভালবাসা ও প্রেম-প্রীতির লেশ মাত্রও নেই; এই অবস্থায় তালাক বাইন (পূর্ণ ও চূড়ান্ত তালাক) হবে, যার পর স্বামী স্ত্রীকে

কোনক্রমেই ফেরৎ নিতে পারবে না। হাঁ, যদি স্ত্রীর অন্য স্থানে বিবাহ হয় এবং ঘটনাক্রমে সেখান থেকেও স্বামী মারা যাওয়ার কারণে বা ইসলামী তালাক পদ্ধতি অনুযায়ী তালাক দেওয়ার ফলে বিচ্ছেদ ঘটে যায় তাহলে পূর্ব স্বামী পুনরায় তাকে বিবাহ করতে পারবে (সূরা বাকারা : ২৩২ আয়াত)।

এখানে খুব স্মরণ রাখা উচিত যে, ইসলামী বিবাহ কখনও সাময়িক হয় না। আল্লাহ্‌তা'লা ইরশাদ করেছেন যে, তোমরা বিবাহ কর محصنين غير مسافحين পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে, অবৈধ কাম চরিতার্থে নহে (সূরা নিসা : ২৫ আয়াত)। বস্তুতঃ সাময়িক বিবাহ মুত্‌'আর অন্তর্গত, এবং ইসলামে মুত'আ (কিছু দিনের জন্য বিবাহ করা) নিষিদ্ধ (বুখারী : কিতাবুল মাগাযী)। বর্তমান যুগের উলামাদের এক শ্রেণী ইহাকে (সাময়িক বিবাহকে) হিল্লা বলে স্ত্রীকে একই সময়ে তিন তালাক প্রদানকারী স্বামীর জন্য স্ত্রীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হাতিয়ার স্বরূপ ব্যবহার করে থাকেন; অথচ হিল্লার আশ্রয় যারা গ্রহণ করে তাদের উপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) লা'নত—অভিশাপ পাঠিয়েছেন। এ সম্পর্কে একটু পরে 'সামাজিক সমস্যার সমাধান' অংশে আলোচনা করা হবে।

যদি কোন ব্যক্তি এক তালাক দিয়ে নীরব থাকে এমনকি তিন মাসের মিয়াদ অতিক্রম হয়ে যায়, তাহলে সে স্ত্রীকে বরণ করতে পারবে; কিন্তু তাকে পুনরায় বিবাহ করে নেয়া উচিত (ফতওয়া : হযরত মসীহ মাওউদ-আঃ)।

তালাক সম্পর্কে হাদীস

নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, একই সময়ে তিন তালাক দিলে উহা তালাকে বাইন হয় না : ইরশাদ হচ্ছে :

عن محمود بن لبيد قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته
ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبا ثم قال ايلعب بكتاب الله عز وجل وانا بين
اظهركم حتى قام رجل فقال يا رسول الله الا اقتله ؟ رواه النسائى

অর্থাৎ মাহ্‌মুদ বিন লাবীদ রেওয়ায়াত করেছেন যে, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জানান হলো যে, সে তার স্ত্রীকে একই সময়ে তিন তালাক দিয়েছে; তখন হুযূর (সাঃ) ভীষণ রাগান্বিত হয়ে দাঁড়ালেন এবং বললেন, এখনই কি খোদার কিতাবের সঙ্গে খেলা করা হচ্ছে অথচ আমি তোমাদের মধ্যে (যিন্দা) মওজুদ রয়েছি? তখন এক ব্যক্তি দাঁড়ালো এবং বললো, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি অনুমতি দিলে তাকে হত্যা করে ফেলি (নিসাঈ-আবুদাউদ)। তিনি আরো ইরশাদ করেছেন :

كل طلاق جائز الا طلاق معتوه والمغلوب على عقله رواه الترمذى -

অর্থাৎ প্রত্যেক তালাক বৈধ কিন্তু বুদ্ধিহারা অচৈতন্য ব্যক্তির তালাক এবং রাগবশতঃ তালাক বৈধ হবে না (তিরমিযী)। বুখারী কিতাবুত্‌ তালাকে এসেছে যে, রাগের মাথায় অচৈতন্য

অবস্থায়, উন্মাদ অবস্থায় ভুলত্রুটি জনিত অবস্থায়, বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ও সন্দেহ জনক অবস্থায় তালাক সিদ্ধ হয় না।

সামাজিক সমস্যার সমাধান

আমাদের দেশ ও সমাজে অনেক সময় এমন বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটতে দেখা যায় যে, স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া-ঝাঁটির মধ্যে স্বামী রাগের মাথায় একই মুহূর্তে এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক বলে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়। পরবর্তী মুহূর্তে যখন তার মাথা ঠাণ্ডা হয়, মেযাজ স্বস্তি অর্জন করে তখন সে হা-হুতাশ প্রকাশ করতে আরম্ভ করে যে, আমার তো তালাক দেয়ার ইচ্ছা নেই, ভুল করে ফেলেছি। একদিকে স্ত্রী কাঁদতে থাকে, অপরদিকে মাসুম নিষ্পাপ ছেলে মেয়েরা কাঁদতে থাকে, গৃহে-সমাজে এক করুণ ও হৃদয়-বিদারক দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। পিতা বুকভরা মর্মবেদনা নিয়ে কোন মাওলানা সাহেবের নিকট দৌড়ে যায় নিষ্কৃতি লাভের জন্য, কোন সুরাহা বের করার জন্য। কিন্তু তিনি ফতওয়া দেন, তিন তালাকে বাইন তালাক হয়ে গেছে; এখন হিল্লা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। হিল্লা অর্থ স্ত্রীকে কিছু দিনের জন্য অন্য পুরুষের সহিত বিবাহ দেয়া। সতী-সাধ্বী নারীর উপর কত বড় অন্যায় ও নির্যাতন। অন্যায় করে পুরুষ আর শাস্তি দেয়া হয় মাসুম ও নিষ্পাপ নারীকে। ইহাকে 'উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে' বলা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? ফতওয়া শুনে গোটা পরিবারের উপর কিয়ামতের ছায়া নেমে আসে। কোন কোন মহিলা এই বেগায়রতি সহ্য করতে না পেরে উন্মাদ হয়ে যায়, কেহ কেহ চিরতরে সংসার ত্যাগ করে ফেলে; আর কেহ কেহ এরূপ নির্লজ্জ ও নোংরা ব্যবস্থাকে ধিক্কার করে উপযুক্ত শিক্ষা দেয়ার জন্য পরবর্তী সাময়িক স্বামীর সঙ্গেই নীড় গড়ে তুলে। খুব চিন্তা করা উচিত, এইরূপ অশান্তি ও হৃদয় বিদারক নির্লজ্জ অবস্থা সৃষ্টির আদেশ কি ইসলাম দিতে পারে? অথচ ইসলামের অর্থই শান্তির ধর্ম। ইসলাম আদৌ এইরূপ নির্লজ্জ ও বেহায়াপনার আদেশ দিতে পারে না এবং দেয়ওনি। হিল্লা সম্বন্ধে পূর্বেও কিছু ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হিল্লাকে নবী করীম (সাঃ) অভিশাপ বলে আখ্যায়িত করেছেন; ইরশাদ হচ্ছে:

عن عبد الله بن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلّل والمحلّل

অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সাঃ) অভিশপ্ত করেছেন তাকেও যে হিল্লা করে এবং যে হিল্লা করায় (ইবনে মাজা, নিসাঈ ও দারমী) উলামায়ে উম্মত হিল্লাকে 'যিনা'-'ব্যভিচার' আখ্যায়িত করেছেন, যাদের মধ্যে রয়েছেন হযরত কাতাদা, আতা, ইমাম হাসান, ইব্রাহীম নাখয়ী, হাসান বসরী, ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এবং বহু সাহাবা ও তাবেয়ীন, তাবা' তাবে'য়ীন, ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রাহঃ) এবং অন্যান্য অনেক ইমাম হিল্লাকে সর্বসম্মতিক্রমে সম্পূর্ণরূপে হারাম বলেছেন। আল্লাহ্‌তা'লা উম্মতকে এই

ঘৃণিত ও গর্হিত কাজ থেকে রক্ষা করুন। এই জঘন্য কাজের আশ্রয় কেবল তাদিগকেই নিতে হয় যারা কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত তিন কুরূ ও তিন মাসে তালাক দেয়ার সঠিক নিয়মকে বাদ দিয়ে একই সময়ে তিন তালাককে তালাকে বাইনের পথ ধরেন। যদি তিন মাসে কেহ তালাক দেয় তাহলে রাগবশতঃ গরম মাথায় তালাক দেয়ার প্রশ্নই হয় না এবং হিল্লারও আশ্রয় নিতে হয় না।

খুল'আ ও দেন মোহর

ইসলাম যেরূপভাবে স্বামীকে স্ত্রীর অবাধ্যতা ও অশ্লীলতা ইত্যাদি কারণে তালাক দেয়ার অধিকার দিয়েছে তদ্রূপই স্ত্রীকেও স্বামীর নিকট তাকে কিছু কিছু কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ কামনা করার অধিকার দান করেছে যার ফলে তার সঙ্গে জীবন যাত্রা অসহনীয় হয়ে পড়ে। তবে এস্থলে এ সতর্কবাণীও অবশ্য আছে যে, যে মহিলা বিনা কারণে স্বামীর নিকট হতে বিবাহ বিচ্ছেদ কামনা করে তার জন্য জান্নাতের সুবাস হারাম হয়ে যায় (আহমদ বিন হাম্বল, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, দারমী)। যেহেতু নারীর মধ্যে কতক প্রাকৃতিক দুর্বলতা ও অনভিজ্ঞতা থাকে তাই সে কাজী বা বিচারকের মাধ্যমে খুল'আ অর্থাৎ বিবাহ বিচ্ছেদ কামনা করবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌তা'লা ইরশাদ করেছেন :

فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به

অর্থাৎ তোমরা যদি আশংকা কর যে, তারা (স্বামী-স্ত্রী) দুজন আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করতে পারবে না তাহলে কোন পক্ষেরই পাপ হবে না যদি স্ত্রী মুক্তি-পণ হিসাবে কিছু দান করে দেয় (বাকারা : ২৩০ আয়াত)। হাদীস শরীফেও এসেছে যে, খুল'আ নেয়ার সময় নবী করীম (সাঃ) স্ত্রীকে দেন মোহর ও স্বামীর দেয়া সব জিনিষ স্বামীকে ফেরৎ দিতে আদেশ করেছেন (বুখারী : কিতাবুত্ তালাক) মোট কথা, স্ত্রী খুল'আ নিলে দেন মোহর ও স্বামীর দেয়া জিনিষ স্বামীকে ফেরৎ দিবে। স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিলে তার দেন মোহর স্ত্রীকে স্বামী আদায় করবে, এবং স্ত্রীকে প্রদত্ত জিনিষ স্ত্রীকে দান করে দিবে (বাকারা : ২৩৩ আয়াত)। মোদ্দা কথা দাঁড়াচ্ছে এই যে, ইসলাম বস্তুতঃ মানব জীবনের প্রতিটি সমস্যার যুক্তিযুক্ত সমাধান পেশ করেছে ; মানুষ যদি সেগুলি উপলব্ধি করে আর স্থান কাল পাত্র অনুযায়ী যথাযথ ভাবে বাস্তবায়িত করে তাহলে নিঃসন্দেহে ধরাধাম শান্তিধামে পরিণত হতে পারে।

সন্তান লাভ

মহান আল্লাহ্‌তা'লা গত ১০-২-৯২ তারিখে খাকসারকে একটি কন্যা সন্তান দান করেছেন। আল্‌হামদুলিল্লাহ্। সে ওয়াকফে নও পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত (নং ৭৫৩২)। হুযূর (আইঃ) কন্যার নাম রেখেছেন আমাতুন নূর। তার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘ জীবন আর খাদেমা দীন হওয়ার জন্যে সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট দোয়ার আবেদন করছি। মাওলানা ফিরোজ আলম, সদর মুরব্বী

এবার ওঠো জেগে

কে, এম, মাহমুদুল হাসান

এবার ওঠো জেগে—
দীর্ঘ কঠিন মেরুরাত্রির হয়েছে যে অবসান,
বরফের স্তর ভেঙে জেগেছে জীবনের প্রস্রবণ
গহীন আঁধার অমানিশা শেষে সূর্য উঠেছে লাল,
উদ্ধার-তরীর মাঝি এসে আজ ঐ যে ধরেছে হাল
আর করিতেছে আহ্বান,
তাই, এবার ওঠো জেগে—নিদ্রার হোক অবসান।

এবার ওঠো জেগে—
তোমার জন্যে নেই আর হেথা যাতনার আমন্ত্রণ,
সৎগতি ও সুখ সাধিবার এসেছে নিমন্ত্রণ,
এখানে আসিলে নিশ্চয় পাবে নূতন এক জীবন,
আশীষেরই বন্টন,
খোদার অসীম দান!
যদি তুমি হও সে আত্মা যে পুণ্যের পথে যেতে রাজি
তবে এবার ওঠো জেগে—
নিদ্রার হোক অবসান।

এবার ওঠো জেগে—
চিত্তের বিত্তকে আকাশে ছুঁইয়ে
জীবনের নৌকোয় ভালবাসার পাল তোলার
এইতো সময়!

তাই এবার ওঠো জেগে—
'সত্যি এসেছে, মিথ্যে গিয়েছে,
মিথ্যে পালাবার পালা এসে গেছে,
এতো পালাবারই সন্তান'!

তাই এবার ওঠো জেগে—
নিদ্রার হোক অবসান।
এবার ওঠো জেগে—
কালের মসীহ্ দিয়েছে উষ্ণ জীবনের সন্ধান,
আর,
মৃত্যুর হিম আলিঙ্গণ থেকে মুক্তির জয়গান,
তাই, এবার ওঠো জেগে—
নিদ্রার দুর্ভেদ্য ঘোর যাক কেটে—যাক,
বিষাদ-বিষন্ন দীর্ঘ রাত চিরতরে হোক অবসান।

পাঠক-পাঠিকাদের প্রতি আবেদন

বর্তমান যুগ পত্র-পত্রিকার যুগ। কলমের যুগ। আহমদীয়া মুসলিম জামাত পৃথিবীর নানা ভাষায় বহু পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করে আসছে। আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের একমাত্র মুখ পত্র হল পাক্ষিক আহমদী। আগামী জুলাই মাস থেকে পত্রিকাটি ৪৬ বর্ষে পদার্পণ করছে। এই পত্রিকাটিতে কুরআন, হাদীস এবং ইমাম মাহদীর (আঃ) বাণী ছাপা হয়। যুগ ইমাম খলীফার খুতবা ও নির্দেশাবলী মুদ্রিত হয়। বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তির জবাব এবং বিভিন্ন প্রকার জ্ঞানমূলক প্রবন্ধও ছাপা হয়ে থাকে। জামা'তের সংবাদও প্রকাশিত হয় এই পত্রিকায়। অতএব, কোন বাংলা ভাষাভাষী আহমদী এই পত্রিকার গ্রাহক না হয়ে আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ খবরা খবর অন্য কোন বাংলা মাধ্যমে জানতে পারে না বলে আমরা বিশ্বাস করি।

আগামী জুলাই থেকে নূতনরূপে পত্রিকা প্রকাশিত হবে। সচিত্র প্রবন্ধও ছাপা হবে। প্রেস ও পত্রিকার দায়িত্ব এই অধমের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে!

ছাপা খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। কাগজের মূল্য বহুগুণ বেড়েছে। তবুও বাংলাদেশে আহমদীর বাৎসরিক চাঁদা মাত্র ৭২/- (বাহাত্তর) টাকা। ভারতে দুই পাউণ্ড। আর পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ১৫ পাউণ্ড।

যারা এখনও এর গ্রাহক হননি তারা যতশীঘ্র সম্ভব চাঁদা পাঠিয়ে গ্রাহক হোন। অন্যথায় অনেক মূল্যবান তথ্য থেকে আপনারা বঞ্চিত হবেন। একসঙ্গে পূর্ণ টাকা পাঠাতে না পারলে ছয় মাস বা তিন মাসের চাঁদা পাঠান কিস্তি করে। ভারতের গ্রাহকরা পশ্চিম বঙ্গের আমীর সাহেবের কাছে টাকা জমা দিয়ে আমাদেরকে লিখুন। বিনা পয়সায় কাউকে পত্রিকা প্রেরণ করা হবে না। আহমদী পত্রিকাকে সাহায্য করা প্রত্যেক আহমদীর নৈতিক দায়িত্ব। এতে বিজ্ঞাপন দিন, এর গ্রাহক সংগ্রহ করে দিন। জেরে তবলীগ লোকদের নামে চাঁদা দিয়ে তবলীগের কাজে অংশ গ্রহণ করুন। যারা বেশী বেশী গ্রাহক সংগ্রহ করে দিবেন আমরা দোয়ার জন্য তাদের নাম পত্রিকায় ছেপে দিব।

এ, টি, চৌধুরী
নির্বাহী সম্পাদক
পাক্ষিক আহমদী

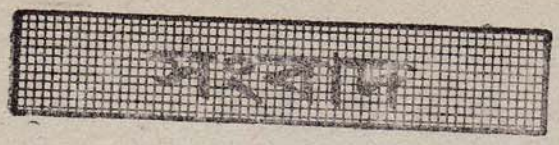

ত্রয়োদশ জাতীয় মজলিসে শূরা সুসম্পন্ন

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফযল ও করমে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ এর ত্রয়োদশ মজলিসে শূরা ও ন্যাশনাল আমীরের নির্বাচন ৩—৫ই জুন ১৯৯২ সাফল্যের সাথে সু-সম্পন্ন হয়েছে, আল্ হামদুলিল্লাহ। এ শূরায় হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর প্রতিনিধি হিসেবে মোকাররম চৌধুরী আহমদ মোখতার সাহেব, আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, করাচী উপস্থিত ছিলেন। মোট ছয়টি অধিবেশনে শূরার কার্য সম্পন্ন হয়।

এ শূরায় বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ৫৬টি জামা'ত ও ১২৬জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া ৪৪জন দর্শকও এতে উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম অধিবেশনে সাধারণ সাব-কমিটি এবং ফাইনান্স সাব-কমিটি গঠিত হয় বিভিন্ন প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা পর্যালোচনা করে সুপারিশ পেশ করার জন্যে। তৃতীয় অধিবেশনে সাধারণ সাব-কমিটির রিপোর্ট পেশ করা হয় এবং চতুর্থ অধিবেশনে ফাইনান্স সাব-কমিটির রিপোর্ট পেশ করা হয়।

পঞ্চম অধিবেশনে আগামী ৩ বছরের জন্যে ন্যাশনাল আমীরের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, হুযূর আকদাস (আইঃ)-এর অনুমোদনক্রমে যথাসময়ে নির্বাচিত ন্যাশনাল আমীরের নাম ঘোষণা করা হবে ইনশাল্লাহ।

ত্রয়োদশ শূরা যাতে সার্বিকভাবে বা-বরকত হয় সেজন্যে সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করা যাচ্ছে।

আহমদী বার্তা

তাহরীকে জাদীদ সপ্তাহ পালন করুন

তাহরীকে জাদীদের চাঁদার বছরের (১৯৯১-৯২) অর্ধেক সময় ইতোমধ্যে অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু চাঁদা আশানুরূপ আদায় হয় নি। আগামী আগষ্ট '৯২ মাসের প্রথম 'সপ্তাহে তাহরীকে জাদীদ সপ্তাহ' পালন করে তাহরীকে জাদীদের ঘোষণার গুরুত্ব উপলব্ধি করানোর জন্য জামা'তের কর্মকর্তাগণকে অনুরোধ করা যাচ্ছে। এ খাতে ওয়াদাকৃত চাঁদা যাতে ৩১শে অক্টোবরের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে আদায় হয়ে যায় সে প্রসঙ্গেও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্যে সকলকে অনুরোধ করা যাচ্ছে। আজকে আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলাম বিশ্বের ১২৮টি রাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়েছে ইহা যে তাহরীকে জাদীদের সুফল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং এ মহান জেহাদে প্রতিটি আহমদীর অংশ গ্রহণ করা একান্ত কর্তব্য।

মীর মোহাম্মদ আলী
সেক্রেটারী তাহরীকে জাদীদ

একটি বিশেষ আবেদন

বাংলাদেশের এক কৃতীমান পুরুষ হলেন আল্লামা জিল্লুর রহমান (রহঃ)। তিনি আহমদীয়াতের আকাশে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে রয়েছেন। তাঁর স্বনামধন্য পুত্র আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, রাওয়ালপিণ্ডির আমীর মোহতারম মুজিবুর রহমান সাহেব মরহুমের জীবনী গ্রন্থ প্রকাশ করার কাজে হাত দিয়েছেন। বাংলাদেশে কোন ভ্রাতা এবং ভগ্নী যদি মরহুমের জীবনের কোন ঘটনা অবহিত থাকেন তাহলে তা খাকসারের নিকট লিখিতভাবে জানালে কৃতার্থ হবো।

মোহাম্মদ মুতিউর রহমান
অফিস সেক্রেটারী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

আপনার কি চাকুরীর প্রয়োজন?

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকা-এর অফিসের জন্য একজন সার্বক্ষণিক একাউন্ট্যান্ট এবং পার্ট টাইম (খণ্ডকালীন) অফিস খাদেম প্রয়োজন।

নিম্নলিখিত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জরুরী ভিত্তিতে উক্ত পদ দুইটি পূরণে লোক নিয়োগ করা হইবে:

১। একাউন্ট্যান্ট পদের জন্য যোগ্যতা:

ক) শিক্ষাগত যোগ্যতা—কমার্স গ্যাজুয়েট

খ) বয়স কমপক্ষে ৩০ বৎসর

গ) ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা

ঘ) টাইপিং জানা জরুরী

ঙ) অভিজ্ঞ প্রার্থীর ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য

চ) আবেদন পত্র অবশ্যই স্থানীয় জামা'তের আমীর/প্রেসিডেন্টের নিকট হইতে চারিত্রিক গুণের সনদপত্র সহ প্রেরণ করিতে হইবে।

২। বেতন সুবিধাদি:

টাকা ১৫০০/০০—৭৫ইবি—১৭২৫—১০০ ইবি—২২২৫—১২৫—৩১০০/০০। একজনের ফ্রি বাসস্থান ও আনুষংগীক সুবিধাদি।

৩। অফিস খাদেম: পার্ট টাইম (খণ্ডকালীন)

ক) শিক্ষাগত যোগ্যতা: দশম শ্রেণী

খ) বেতন সুবিধাদি: মাসিক ৬০০/০০ (ছয়শত) টাকা সর্ব সাকল্যে।

উভয় পদের দরখাস্ত ঢাকা জামা'তের আমীর সাহেবের বরাবরে সর্বশেষ ২০শে

জুলাই '৯২-এর মধ্যে অবশ্যই পৌঁছাইতে হইবে। উল্লেখিত শর্তাবলী বিহীন কোন দরখাস্ত গৃহীত হইবে না।

মোহাম্মদ আবদুল জলিল
জেনারেল সেক্রেটারী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকা

খেলাফত দিবস পালিত

দেরীতে পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে যে, নিম্নলিখিত জামা'ত ও অঙ্গ সংগঠন অতি উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে এ বছর খেলাফত দিবস পালন করেছে। স্থানাভাবে আমরা বিস্তারিত খবর ছাপাতে পারলাম না বলে দুঃখিত। আল্লাহ্‌ তা'লা প্রত্যেক জামা'তকে এ প্রেক্ষিতে তাদের কোরবানী কবুল করুন এবং খেলাফতের তাৎপর্যকে উপলব্ধি করার তৌফীক দান করুন :

ক্রোড়া, মাহিগঞ্জ, আহমদনগর, সুন্দরবন, ঘাটুরা, নয়াপাড়া, ঠাকুরগাঁও, হোসনাবাদ, হেলেঞ্চাকুড়ি, তারুয়া, কাফুরিয়া, নাসেরাবাদ, পুকুলিয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, উথলী, ভাতগাঁও, চান্দপুর চাবাগান, শ্যামপুর এবং বগুড়া ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া।

আহমদী বার্তা

খোদ্দামের খবর

রক্ত দান কর্মসূচী আয়োজিত

১৯শে জুন শুক্রবার বাদ জুমুআ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া, চট্টগ্রাম শাখার উদ্যোগে নাযেম খিদমতে খাল্‌ক জনাব শওকত আহমদ খানের নেতৃত্বে এক রক্ত দান কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মসূচীতে অত্র মজলিসের খোদ্দাম এবং আনসার স্বেচ্ছায় রক্ত দান করে। এই ব্যাপারে লিও ক্লাব চট্টগ্রাম শাখার কয়েকজন কর্মকর্তা বিশেষভাবে সহযোগিতা করেন, জাযাহুমুল্লাহ্‌।

মোহাম্মদ হাসান
কায়েদ/চট্টগ্রাম

তালীম তরবীয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে কেন্দ্রের অনুমোদন মোতাবেক গত ৪ঠা জুন হইতে ১০ই জুন পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী তালীম তরবীয়তী ক্লাস অত্যন্ত সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়। এতে ২২জন ছাত্র উপস্থিত ছিলেন।

৫ই জুন বাজামাত তাহাজ্জুদ ও দরসে কুরআনের মাধ্যমে কেন্দ্রের প্রেরিত নির্ধারিত সিলেবাস অনুযায়ী যথারীতি তালীম তরবীয়তী ক্লাস শুরু হয়।

১০ই জুন সপ্তাহব্যাপী ক্লাসে পঠিত বিষয়ানুসারে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা নেয়া হয়। সমাপনী অধিবেশন শুরু হয় ঐ দিন বাদ নামাযে আসর। এই অধিবেশনে আমরা পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী "ইওমে ওয়ালেদাইন" এর প্রোগ্রাম ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মোহাম্মদ ওয়াকারুর রহমান
চেয়ারম্যান, তালীম তরবীয়তী ক্লাস '৯২
চট্টগ্রাম

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

আল্লাহ্‌ তা'লার অশেষ ফযলে কেন্দ্রের নির্দেশক্রমে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে ১৪ই জুন থেকে সাতদিন ব্যাপী তালীম ও তরবীয়তী ক্লাস ও এক দিনের স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা '৯২ অত্যন্ত সুন্দর ও সাফল্যজনকভাবে সমাপ্ত হয়েছে। আল্‌হামদুলিল্লাহ। এতে ২৮জন খাদেম ও ৭২জন আতফাল উপস্থিত ছিলেন।

২১ তারিখ বাদ মাগরিব স্থানীয় আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানসূচী অনুযায়ী সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয়। এই অধিবেশনে খেলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ আবুল হাসেম সাহেব, সহকারী ন্যাশনাল মোতামাদ এবং তালীম তরবীয়ত ক্লাস ও ইজতেমার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় কায়েদ মোঃ গোলাম কাদের সাহেব। অতঃপর আমীর সাহেব বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। পরিশেষে সভাপতি সাহেবের দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি ঘটে। ইজতেমায় প্রায় ৪০জন খাদেম ও ৯০জন তিফল অংশগ্রহণ করেন।

ঘাটুরা মজলিস

অত্যন্ত আনন্দের সহিত ও খোদাতা'লার লক্ষ লক্ষ শুকরিয়া আদায় করে জানাচ্ছি যে, ঘাটুরা মজলিস খোদ্দাম ও আতফালুল আহমদীয়ার উদ্যোগে ৩-৬-৯২ হইতে ৭ দিন ব্যাপী তালীম তরবীয়তী ক্লাস সমাপ্ত হয়েছে। এতে গড়ে প্রতিদিন প্রায় ৩০জন খোদ্দাম ও আতফাল উপস্থিত ছিলেন।

তাছাড়া ঘাটুরা মজলিসে খোদ্দাম ও আতফালুল আহমদীয়ার ৪র্থ বার্ষিক ইজতেমা গত ১০/৬/৯২ইং রোজ বুধবার আহমদীয়া মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৫০জন খোদ্দাম ও আতফাল ও ২০জন অন্যান্য সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সর্বমোট ১৮টি বিষয়ে প্রতিযোগিতা

অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট সাহেব পুরস্কার বিতরণ করেন। অতঃপর দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

এস, এম, সেলিম, মোতামাদ
ঘাটুরা মঃ খোঃ আঃ

ওয়াকফে আরযীর জেহাদে অংশ নিন!

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহঃ)-এর এক মহান ও অবিস্মরণীয় তাহরীক হলো 'তাহরীকে ওয়াকফে আরযী।' যে কোন ব্যক্তি কমপক্ষে ৭ থেকে ১৫ দিন পর্যন্ত সেলসেলার নিকট সময় কুরবানী করে নিজ খরচে কোন জামাতে গিয়ে তালীম, তরবীয়ত ও তবলীগের কাজ করতে পারেন ইহাকে বলে ওয়াকফে আরযী বা সাময়িক উৎসর্গ। এ দ্বারা ব্যক্তির যেমন তাযকিয়ায়ে নফ্‌স বা আত্মিক শুদ্ধি হয় তেমনই যে জামাতে তিনি অবস্থান করেন সে জামাতের লোকদেরও নৈতিক ও আত্মিক উন্নতি হয়। আমাদের মুরব্বী-মোয়াল্লেম প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। তাই এ পদ্ধতি অবলম্বন করলে তালীমুল কুরআন, তরবীয়াত ও তবলীগের কাজে সহায়ক শক্তি হিসেবে প্রভূত কল্যাণ সাধন করতে পারে যা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ত্রয়োদশ মজলিসে শূরার সাধারণ আলোচনায় উপস্থিত জামাতের আমীর/প্রেসিডেন্ট/প্রতিনিধি ও মুরব্বী-মোয়াল্লেম সাহেবগণকে বলা হয়েছিল যে, তারা যেন তাদের নিজ নিজ জামাতে গিয়ে জামাতের লোকদেরকে ওয়াকফে আরযীর প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন এবং যারা এ মহান কাজে অংশ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাদের তালিকা পাঠান। কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, তারা এ প্রসঙ্গে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন কিনা তার কোন নমুনা পরিলক্ষিত হচ্ছে না। তাদেরকে পুনরায় অনুরোধ করা যাচ্ছে তারা যেন সত্বর এ প্রসঙ্গে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং খাকসারের নিকট নাম পাঠাবার ব্যবস্থা নেন।

ভিজির আলী,
নায়েব ন্যাশনাল আমীর ২য় ও
সেক্রেটারী ইসলাহ ও ইরশাদ
আঃ মুঃ জাঃ বাংলাদেশ

শুভ বিবাহ

আল্লাহ্‌তা'লার অশেষ বরকত ও রহমতে কটিয়াদী আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত এর প্রেসিডেন্ট জনাব আবদুল হান্নান সাহেবের প্রথমা কন্যা মোসাম্মাৎ শাহীন সুলতানা এর সহিত গত ২রা মে '৯২ গালিম গাঞ্জী আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, কিশোরগঞ্জ এর প্রেসিডেন্ট জনাব গোলাম হোসেন ভূঞা সাহেবের প্রথম পুত্র মোহাম্মদ মোশারফ হোসেনের বিবাহ

৪০,০০১/ (চল্লিশ হাজার এক) টাকা মাত্র দেন মোহরে সম্পন্ন হয়। বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বীরপাইকশা জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ আবদুল হাকিম সাহেব। এই বিবাহ যাতে বরকতপূর্ণ হয় এবং তাদের পরবর্তী বংশধররা যাতে জামা'তের জন্য নিবেদিতপ্রাণ কর্মী হতে পারে তার জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

মোঃ জসীম উদ্দিন

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ রহমত ও বরকতে আমার ২য়া কন্যা মোসাম্মাৎ নার্গিস বেগম এর বিবাহ গত ১৭-৪-৯২ তারিখ বাদ মাগরিব একই জামা'তের জনাব আঃ রশিদ মৃধা সাহেবের পুত্র জনাব মোহাম্মদ সিদ্দীকুর রহমান এর সহিত ১০,০০০/ (দশ হাজার) টাকা দেন মোহরে আমার নিজ বাড়ীতে সুসম্পন্ন হয়। বিবাহের এলান করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত খাকদান ও কুকুয়ার মোয়াল্লিম মৌঃ নাসের আহমদ আনসারী সাহেব। আল্লাহ পাক যেন উক্ত বিবাহ উভয় পরিবারের জন্য বরকতময় করেন তজ্জন্য জামা'তের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী ও বুযুর্গানে কেরামগণের খেদমতে খাসভাবে দোয়ার আবেদন জানাইতেছি।

মোঃ আযহার মিয়া
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত খাকদান

সন্তান লাভ

আমার পুত্র মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ শেখ আবদুল ওয়াহেদের ২য় সন্তান আবদুস সালাম (অনিক) গত ১লা রমযান ৭ই মার্চ মোতাবেক ২৩শে ফাল্গুন রোজ শনিবার সন্ধ্যা ৬-৪৬ মিনিটে ভূমিষ্ঠ হয়। তার দীর্ঘায়ু, সুস্বাস্থ্য, সুশিক্ষা ও সিলসিলার একজন নিষ্ঠাবান খাদেম হওয়ার জন্য সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

শেখ সফর উদ্দিন
প্রেসিডেন্ট, সুন্দরবন আঃ মুঃ জামা'ত

১৩-৬-৯২ইং দিবাগত রাত ৯-৩৫ মিনিটে আল্লাহ্ তা'লা খাকসারকে তৃতীয় পুত্র সন্তান দ্বারা ফযল করেছেন; আল্ হামদুলিল্লাহ। নবজাতক সুস্থ আছে। কিন্তু নবজাতকের মা গুরুতর অসুস্থ। তিনি ওঠাবসা, নড়াচড়া করতে পারেন না। তিনি বর্তমানে ঢাকায় বিশেষজ্ঞদের চিকিৎসাধীন আছেন। নবজাতকের সুস্বাস্থ্য ও খাদেমে দীন হওয়ার জন্য এবং তার মাতার আশু আরোগ্যের নিমিত্তে সকলের খেদমতে খাস দোয়ার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

সলিম আহমদ হাজারী
হবিগঞ্জ

শোক সংবাদ

সিলেট জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ আতাউর রহমান ৭-৬-৯২ তারিখ রাত্র ৩-২৫ মিঃ ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহে.....রাজেউন)। তাঁর রূহের মাগফেরাতের জন্যে সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করা যাচ্ছে।

আল্লাহ্‌ তা'লা তার বংশধরকে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করার সৌভাগ্য এবং সাব্‌রে জামিল দান করুন। আহমদী বার্তা

বাংলাদেশের প্রাচীনতম আহমদী প্রখ্যাত মৌলানা হযরত সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের ১৯৯২ সনের কাদিয়ান সফরসঙ্গী, পুনিয়াউট (বি, বাড়ীয়া) নিবাসী মরহুম এমদাদ আলী চৌধুরী সাহেবের দ্বিতীয়া মেয়ে জনাবা সিদ্দীকা খাতুন চৌধুরী সাহেবা বার্দ্ধক্যজনিত রোগে গত ১১ই মে '৯২ তারিখের বিকাল ৪-৫৫ এর সময় এন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহে.....রাজেউন)। মৃত্যুকালে মরহুমার বয়স হয়েছিল ৮৫ বৎসর। তিনি একজন নিঃসন্তান বিধবা মহিলা হওয়া সত্বেও ১৯৮৭ সনের প্রচণ্ড মুখালেফাতের চাপের মুখে ছিলেন অটল অবিচল। মৃত্যুকালে তিনি চার ভ্রাতুষ্পুত্র ও বহু আত্মীয় স্বজন রেখে গেছেন। মরহুমার রূহের মাগফিরাতের জন্য সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

শেখ আবদুল আলী
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

পাক্ষিক আহমদীর চাঁদা

১লা জুলাই '৯২ থেকে পাক্ষিক আহমদীর চাঁদার নতুন বছর শুরু হবে। সত্বর ৭২/- (বাহাত্তর) টাকা জমা দিয়ে আমাদেরকে রীতিমত পত্রিকা পাঠাতে সহায়তা করুন।

পাক্ষিক আহমদী ব্যবস্থাপনা

(৩৯ পাতার পর)

জারীকৃত তথাকথিত ফতওয়া নিরীহ অবলা নারীদেরকে পথে বসাচ্ছে তার কে খোঁজ রাখছে? তথাকথিত হিল্লার ফতওয়া নারী প্রগতির এ যুগেও কত নারীকে যে লাঞ্ছনার তিমিরে ঠেলে দিচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। নারী মুক্তিদাতা মহানবী বিশ্ব-নবী (সাঃ) এ ধরণের তালাক আর তৎপরবর্তী হিল্লা ব্যবস্থার ওপর লানৎ দিয়েছেন ; অথচ মোল্লার আইন আল্লাহ্‌র আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি দেখিয়ে অবাধে বাংলাদেশের আনাচে কানাচে বহু সুখের নীড়কে জাহান্নামে পরিণত করছে। কবে যে এই মোল্লার আইনের দৌরাত্ম্য লোপ পেয়ে আল্লাহ্‌র আইন প্রতিষ্ঠিত হবে সেই আশায় প্রহর গুনছি!

সম্পাদকীয়

আল্লাহ্‌র আইন আর মোল্লার আইন

মাগরেবের নামায পড়ে সবেমাত্র বসেছি মসজিদে। এক ভাই এসে বললেন, 'কঠিন সমস্যায় পড়েছি, সমস্যার সমাধান করে দিতে হবে।' সমস্যার কথা জানতে চাইলে তিনি যা বললেন তার মর্ম এই যে, কোন এক সংস্থায় এক ভদ্র লোক চাকুরী করেন। কোয়ার্টারে থাকেন। ৪/৫ দিন আগে স্ত্রীর সাথে রাগারাগি করে এক পর্যায়ে তিনি তার স্ত্রীকে এক বারেই 'তিন তালাক' দিয়ে ফেলেন। এখন কোয়ার্টারের সবাই বলে যে, তার স্ত্রী তালাক হয়ে গেছে। ৫ সন্তানের পিতা-মাতার কি অবস্থা এখন ভাবুন তো! কোন এক বিখ্যাত মুফতি থেকে ফতওয়া নেয়া হয়েছে। তিনি বলেছেন—বিবি তালাক হয়ে গেছে। যেহেতু এ ফতওয়া তার বিবেক-বিরুদ্ধ হয়েছে তাই তিনি তা তার সামনেই ছিঁড়ে ফেলেছেন। মহল্লার মসজিদের এক ইমাম সাহেব বলেছেন, তালাক তো হয়নি তবে একথা বললে আমার চাকুরী নিয়েই টানাটানি হবে। তাই তিনি তাকে পরামর্শ দিয়েছেন—কাদিয়ানীদের কাছে যাও তারা বুক ফুলিয়ে কথা বলতে পারে। আমাদের জামাতের এক বন্ধুর সাথে ঐ ভদ্রলোকের জানাশুনা ছিল তাই তিনি তাকে আমাদের কাছে নিয়ে এসেছেন এর একটা সঠিক ফতওয়া দেয়ার জন্যে। আমরা বললাম যে, আমরা যেহেতু জামাতে আহমদীয়ার লোক সেহেতু আমাদের ফতওয়া তারা গ্রহণ করবেন কেন? লোকটি বলল, কুরআন হাদীস অনুযায়ী ফতওয়া হলে অবশ্যই আমি তা মানিয়ে নিতে পারব।

আল্লাহ্‌তালা কুরআন মজীদের সূরা বাকারার ২২৯-২৩২ আয়াত এবং সূরা তালাকের ২-৮ আয়াতে তালাকের বিধান বিস্তারিত ভাবে বিধৃত করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে যে, তিন তুহুর অর্থাৎ তিন মাসে তিন তালাকই বৈধ পূর্ণ তালাক অর্থাৎ তালাকে বায়েন। তদুপরি আঁ-হযরত (সাঃ) বলেছেন—আল্লাহ্‌তা'লার নিকট সবচে' নিকৃষ্ট হালাল কাজ হল তালাক। তিনি আরও বলেছেন—রাগের মাথায় তালাক দিলে তা তালাক বলে বিবেচিত হবে না। দেশের প্রচলিত আইনও তাই বলে।

উপরোক্ত নীতির ভিত্তিতে আমরা বলে দিলাম যে, তালাক হয়নি এবং বিস্তারিতভাবে একখানা ফতওয়া নামাও লিখে দেয়া হল। ভদ্রলোক আমাদেরকে অনেক অনেক দোয়া করে বিদায় নিলেন।

জানিনা ঐ ভদ্রলোক তার স্ত্রীকে তথা পাঁচ সন্তানের গর্ভধারিণীকে ফিরে পেয়েছেন কি না। গ্রাম বাংলার আনাচে কানাচে আল্লাহ্‌র আইনকে মোল্লার আইন দাবিয়ে দিয়ে কত যে সুখের সংসার ছাড়খার করছে তার ইয়ত্তা নেই! কত যে মোল্লা-পুরুষ কর্তৃক

(অবশিষ্টাংশ ৩৮-এর পাতায় দেখুন)

30th June, 1992

আহ্‌মদী

রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেনঃ

"আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরী'অত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলায়হিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লা এবং তাঁহার রসূল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুযুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়ীনা—"

অর্থাৎ সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

(আইয়ামুস সুলাহ্ পৃঃ ৮৬-৮৭)

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
দূরালাপনীঃ ৫০১৩৭৯, ৫০২২৯৫

সম্পাদকঃ মকবুল আহমদ খান

Published & Printed by Mohammad F.K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the proprietors, Ahmadiyya Muslim Jamat, Bangladesh
4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 502295

Editor : Moqbul Ahmad Khan